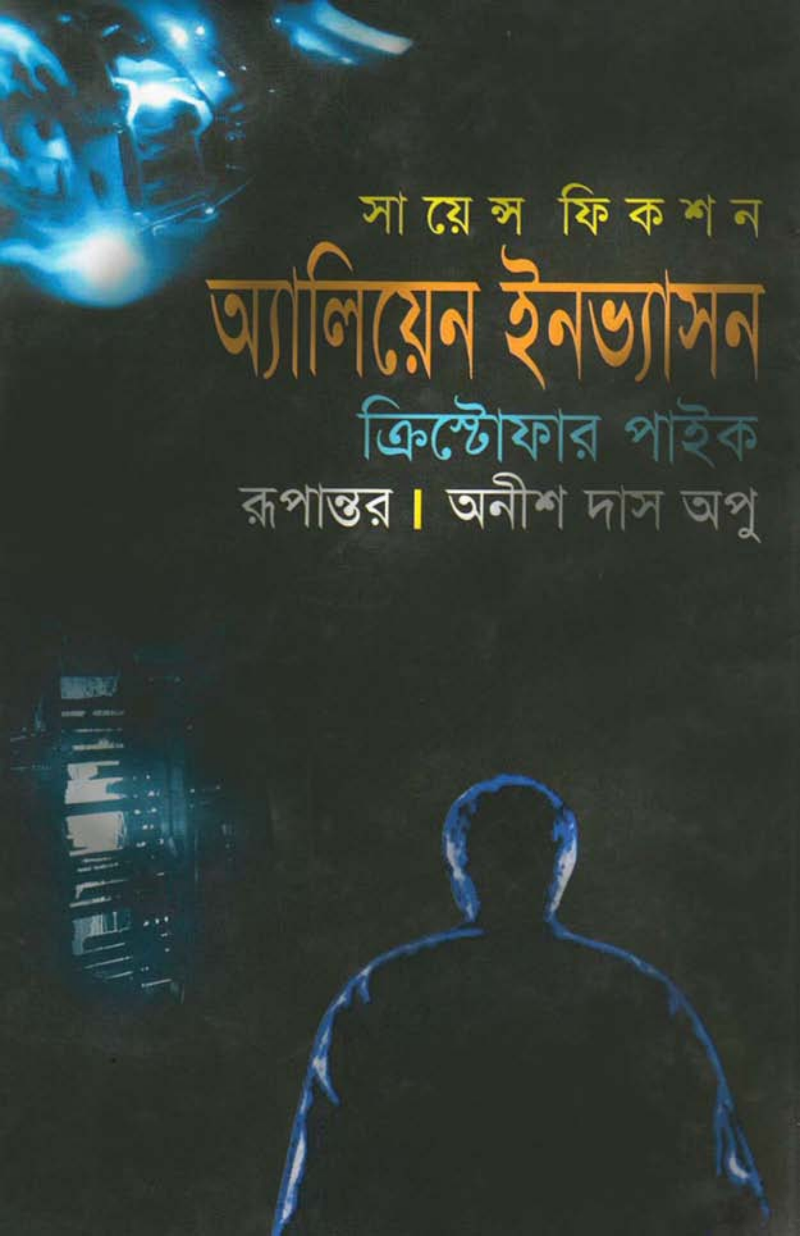


সায়েন্স ফিকশন
অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন
ক্রিস্টোফার পাইক
রূপান্তর । অনীশ দাস অপু

অ্যালিয়েন ইনভ্যাশন

মূল : ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

 অনিন্দ্য প্রকাশ

উৎসর্গ

নীতুকে

সেই ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি এখন
বড় হয়েছে। বইয়ের প্রতি
তার ভালোবাসা দেখে আমি মুগ্ধ।

এক

বিজ্ঞানের ক্লাসে বসে আছে অ্যাডাম ফ্রিম্যান। অপেক্ষা করছে শিক্ষকের জন্য। সামার ভ্যাকেশন শেষে খুলেছে প্রথমদিনের প্রথম ক্লাস। ওর দুপাশে বসেছে ওর দুই প্রিয় বান্ধবী— স্যালি উইলকক্স এবং সিন্ডি ম্যাকে। স্যালি বড় হয়েছে স্পুক্সভিল শহরেই। তবে অ্যাডামের মতো সিন্ডিও নতুন এখানে। তিনজনে মিলে এবারের গরমের ছুটিটা ভালোই কাটিয়েছে।

ওরা তিনজনই সমবয়সী। বারো। তিনজনেই পড়ে ক্লাস সেভেনে। ওদের শহরের আসল নাম স্প্রিংভিল, তবে ভূতুড়ে জায়গা বলে বাচ্চারা নাম রেখেছে স্পুক্সভিল। ওদের স্কুলের নাম স্প্রিংভিল। তবে এর নামও বদলে রাখা হয়েছে হরর হলস। কারণ এ স্কুলের শিক্ষকরা খুব কঠিন প্রকৃতির। কেউ কেউ তো খুবই অদ্ভুত।

'আশা করি আমাদের নতুন সায়েন্স টিচার অদ্ভুত হবেন না', বিড়বিড় করল স্যালি। অ্যাডামের ডানদিকে বসেছে সে। অ্যাডামের চেয়ে সামান্য লম্বা সে। ওর মাথার কুচকুচে কালো চুল ঝালরের মতো এসে পড়েছে কপালে। হুট করে রেগে যাওয়ার কুখ্যাতি আছে স্যালির। বেশ মেজাজি মেয়ে। বলল, 'গত বছরে এক টিচার একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসেছিলেন।'

'ছাত্রদের কেউ আহত হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। সে অ্যাডামের বামপাশে বসেছে। খুব নরম মনের মেয়ে। তবে স্যালির কাছাকাছি থাকলেই সে গরম হয়ে ওঠে। কারণ স্যালি তাকে সবসময় খেপানোর চেষ্টা করে। সিন্ডি অ্যাডামের সমান লম্বা। লম্বা সোনালি চুল। ঝলমলে কেশরাজি নিয়ে তার খুব গর্ব।

'কী জানি!' জবাব দিল স্যালি। 'এ শহরে প্রতি হপ্তায় এত বাচ্চা নিখোঁজ হয়ে যায় যে, হিসাব রাখাই মুশকিল।'

'স্কুলে পড়ার চেয়ে পাহাড়-জঙ্গলে চষে বেড়ানো বরং অনেক নিরাপদ।' মন্তব্য করল অ্যাডাম। ওরা এবারে ছুটিতে তা-ই করেছে। স্যালির মতো অ্যাডামের চুলও কালো। খুব ভালো ছেলে। স্যালি তার বন্ধুদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। আর অ্যাডাম তার বন্ধুদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। দলটার নেতা সে। অন্যদের মতামতেরও দাম দেয়। অ্যাডাম যোগ করল, 'এমন একটা চমৎকার ছুটি কাটানোর পরে কারইবা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতে ইচ্ছে করে?'

'যারা এ শহরে শুধু শান্তি খোঁজে তাদের পক্ষেই কেবল বই-পোকা হয়ে থাকা সম্ভব।' বলল স্যালি।

'তাই নাকি?' নিরীহ একটা গলা ভেসে এল পেছন থেকে।

তিনজনেই ঘুরে তাকাল। অত্যন্ত বেঁটে, ম্রিয়মাণ চেহারার একটা ছেলে, দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ওর বয়স বারো। মুখের সঙ্গে দারুণভাবে বেমানান লম্বা একটা নাক। যেন সেলাই করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চোখজোড়া এত বড়, ভুরুও যেন গিলে খেয়েছে। ডেস্কে কোলের ওপর হাত রেখে বসেছে সে। ভয়ানক নার্ভাস লাগছে। এমন গরমের দিনেও বাদামি রঙের স্যুয়েটার আর লম্বা হাতার সাদা একটা শার্ট পরেছে সে।

'তুমি কে হে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'জর্জ স্যান্ডার্স', জবাব দিল সে। স্যালির চাঁচাছোলা প্রশ্নের ভঙ্গিতে চমকে গেছে।

'তুমি আজই এলে নাকি এখানে?' জানতে চাইল স্যালি।

'কী করে বুঝলে?'

হাসল স্যালি। 'তোমার মুখে একটাও দাগ নেই দেখে।'

ঢোক গিলল জর্জ। 'তোমাদের মুখেও তো কোনো দাগ নেই।'

'দাগ আছে তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ না', বলল স্যালি। 'তবে তাতে কিছু আসে যায় না।'

'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না', ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল অ্যাডাম। 'ওর কথা বলার ঢঙই এ কম। আমি অ্যাডাম ফ্রিম্যান। আর ও স্যালি উইলকক্স। ও হল সিন্ডি ম্যাকে। তুমি কবে এসেছ শহরে?'

জর্জ দুর্বল ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করল। 'সপ্তাহখানেক আগে। আমরা লসএঞ্জেলস থেকে এসেছি।'

'এখানে আসার পর থেকে নিশ্চয় একটা রাতও ভালো ঘুম হয়নি তোমার', ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি।

জর্জের চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়ল। 'আমি শুনেছি শহরটা নাকি খুব বিপজ্জনক। সত্যি?'

অ্যাডাম ভাবল ছেলেটাকে এখনই সব কথা বলে ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হবে না। সব শুনলে হয়তো ভয়ের চোটে কেঁদেই ফেলবে।

'ব্যাপারটা নির্ভর করে তুমি ভয়টাকে কীভাবে দ্যাখো তার ওপর।' বলল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ', যোগ করল সিন্ডি। 'এটা খুব মজার জায়গা। অ্যাডামের মতো আমিও এখানে নতুন। তবে গরমের ছুটিটা আমাদের দারুণ কেটেছে।'

স্যালি আঙুলের কর গুনতে শুরু করল। 'হ্যাঁ', আমাদের ওপর নানা রকমের প্রাণী হামলা করেছিল : ডাইনি, ভূত, বিগ ফুট, ভিনগ্রহবাসী, দৈত্য, এক শয়তান জাদুকর, ডাইনোসর, ড্রাগনসহ আরো অনেকে।' বিরতি দিল স্যালি। হাসল। 'এক গরমের ছুটিতেই এত কিছু ঘটেছে।'

দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে ঠকঠক শুরু হয়ে গেল জর্জের। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

মুখ ঝামটা দিল স্যালি। 'তোমার চেহারাই বলে দিচ্ছে তুমি বিশ্বাস করেছ।'

'চুপ করো।' বলল সিন্ডি। 'ওকে একবারে সবকিছু বলার দরকার নেই।'

অ্যডামের দিকে তাকাল জর্জ। দলের মধ্যে ওকেই সবচেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের মনে হয়েছে। 'তোমরা সত্যি ভিনগ্রহবাসী আর ডাইনিদের কবলে পড়েছিলে?'

ইতস্তত করল অ্যাডাম। ‘শুধু একটা ডাইনি। তবে অতটা খারাপ নয় সে। পরিচয় হলেই বুঝতে পারবে।’

চেহারা আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল জর্জের। ‘আমি এখানে থাকব না। লসএঞ্জেলস চলে যাব।’

‘তোমাকে আমরা ওখানে বাক্স ভরে পাঠিয়ে দিতে পারব’, মধুর গলায় বলল স্যালি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডাম। ‘তোমাকে নিয়ে আর পারি না। শোনো জর্জ, যতটা শোনাচ্ছে ঘটনা তত ভয়ংকর নয়। হ্যাঁ, আমরা কিছু অদ্ভুত প্রাণীর কবলে পড়েছিলাম। তবে ওদের কবল থেকে বেঁচেও এসেছি।’

ঢোক গিলল জর্জ। ‘কীভাবে ওদের কবল থেকে রক্ষা পেলে?’

‘একসঙ্গে থেকে’, বলল সিন্ডি।

‘হ্যাঁ’, সায় দিল অ্যাডাম। ‘আমাদের আরও দুজন বন্ধু আছে— ওয়াচ এবং ব্রাইস। ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। ওদের খুব সাহস। আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই।’

‘তবে রাতে যখন একা থাকবে তখন তোমার রক্ষা নেই’, বলল স্যালি। ‘ওই সময় ওরা আসবে তোমাকে ধরতে।’

গাল কুঁচকে গেল জর্জের। ‘কারা?’

‘ওরা ওদের নাম তোমাকে বলবে না’, গম্ভীর গলায় বলল স্যালি।

এভাবেই হয়তো চলত একঘণ্টা। স্যালি ভয় দেখাত জর্জকে আর অ্যাডাম এবং সিন্ডি ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলত। তবে ঠিক ওই মুহূর্তে ক্লাসে ঢুকলেন সায়েন্স টিচার। হাস্যকর চেহারার একজন মানুষ, বয়স্ বড়জোর পঁয়ত্রিশ হবে, ঝাঁকড়া চুল দেখে মনে হল বাজারের সবচেয়ে সস্তা রঙ দিয়ে রঙিন করিয়েছেন। আর রঙটা মোটেই মানায়নি তাকে। পরনের ঢিলে প্যান্টটা বারবারই কোমর থেকে খসে পড়তে চাইছে। তার হাঁটার ভঙ্গিও আজব : কদম ফেলার বদলে মনে হয় যেন হড়কে হড়কে যাচ্ছেন। এই বুঝি ডেস্ক কিংবা কেবিনেটের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। তবে ধাক্কা লাগল না। হঠাৎ করেই উদয় হলেন তিনি ব্যাকরুম থেকে, সাপের মতো হিলহিল করে এগোলেন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। কোনো কথা না বলে

মোটা, কালো একটা মার্কিং কলম দিয়ে একটা নাম লিখলেন বোর্ডে প্রায় দুর্বোধ্য অক্ষরে। অনেক কষ্টে নামটা বোঝা গেল : মি. স্নেকল। অ্যাডামের খাতায় এ নামটাই আছে।

নাম লিখেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। অ্যাডাম শুনতে পেল জর্জ হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল। অবশ্য চমকে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। এরকম উজ্জ্বল সবুজ চোখ জীবনে দেখেনি অ্যাডাম। শিক্ষকের হাতজোড়া বিরাট; আইসক্রিম খেতে খেতে এ হাতে দুটো বাস্কেটবল স্বছন্দে রাখা যায়। তবে ইনি আইসক্রিম পছন্দ করেন বলে মনে হল না। স্যালি অ্যাডামের দিকে ঝুঁকে এল, ফিসফিস করে বলল, 'লোকটাকে ভয়ংকর মনে হচ্ছে।'

'চুপ', ফিসফিস করল অ্যাডামও। 'স্রেফ চেহারা দেখে কোনো মন্তব্য করা ঠিক না।'

ঘুরে বসল স্যালি, চাপা গলায় বলল, 'র‍্যাটল স্নেকের চেহারা দেখে কি বোঝা যায় ওটা কত ভয়ংকর?'

গলা খাঁকারি দিলেন মি. স্নেকল। গলায় যেন কিছু একটা বেঁধে রয়েছে তার, কেশে সেটা পরিষ্কার করে নিলেন। কথা বলার আগে দাঁত বের করে হাসলেন। ময়লা দাঁত। গত দশবছরেও ব্রাশ পড়েনি বোধ হয়। মুখ হাসলেও তার সবুজ চোখজোড়ায় কোনো অভিব্যক্তি ফুটল না। কথা বললেন যেন হিসহিস করল সাপ।

'হ্যালো', বললেন তিনি। 'আমার নামের উচ্চারণ হল মি. স্নেকল। আমি তোমাদের নতুন বিজ্ঞানশিক্ষক। আমি তোমাদেরকে বিজ্ঞানের এমন শিক্ষা দেব যা সারাজীবন মনে থাকবে। এ বছর আমরা জীববিজ্ঞান এবং জোতির্বিদ্যা পড়ব। আমার ধারণা এ দুটি বিষয় এ গ্রহের জন্য সবচেয়ে জরুরি... তোমাদের শেখার জন্য তো অবশ্যই। জীববিজ্ঞান পড়ার সময় আমরা বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে নানা গবেষণাও করব।' বিরতি দিলেন তিনি, তাঁর ভীতিকর চোখজোড়া সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল। 'প্রাণীর শরীর ব্যবচ্ছেদ, মানে কাটাছেঁড়ার ব্যাপারে কারো কোনো অসুবিধা নেই তো?'

চট করে হাত তুলল স্যালি। 'আমার আছে।'

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করলেন মি. স্নেকল।

বেঞ্চি ছেড়ে সিধে হল স্যালি। 'সারাহ্ উইলকক্স, স্যার। আর আমি জীবিত কিংবা মৃত কোনো প্রাণীর শরীর নিয়েই কাটাছেঁড়া করতে পারব না। একটা ব্যাঙের গায়ে আঘাত করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি প্রকৃতিগতভাবেই একজন মরালিস্টিক মানুষ এবং আমি মনে করি মানুষের মতো ব্যাঙেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। শুধু বেড়াল ছাড়া। বেড়াল আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ছোটবেলায় একটা বেড়াল আমাকে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তারপর থেকে বেড়াল জাতটার প্রতিই আমার তীব্র রাগ এবং ঘৃণা। বাঘ, সিংহ এবং প্যান্থার বেড়ালশ্রেণীভুক্ত বলে ওদেরকেও আমি সহ্য করতে পারি না। এদের শরীর ব্যবচ্ছেদে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। ওদেরকে মরা অবস্থায় নিয়ে আসুন, আমি আনন্দে টুকরো টুকরো করতে পারব। এছাড়া আমি মনে করি প্রকৃতির যে-কোনো প্রাণীর ক্ষতি করা পাপ। তবে আপনি যদি আমাকে ব্যাঙের শরীর কাটতে বাধ্য করেন সেক্ষেত্রে আমার স্রেফ বমি করে ভাসিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। তখন যেন বলবেন না আমি আপনাকে সাবধান করে দেইনি।' মাথা দুলিয়ে বসে পড়ল স্যালি। 'আমাকে মন খুলে কথা বলতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, স্যার।'

ক্লাসের সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল স্যালির দিকে। মি. স্নেকলের মুখ থেকে উবে গেল হাসি। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

অ্যাডাম সরে এল স্যালির দিকে, চাপা গলায় বলল, 'লোকটাকে প্রথম সুযোগেই একটা ধাক্কা দিয়েছ।'

স্যালির চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। 'বেড়াল মারতে হয় প্রথম রাতেই।'

বিড়বিড় করল সিন্ডি। 'আমার ধারণা ক্লাসের সবাই তোমাকে ব্যবচ্ছেদের চিন্তা করছে।'

'ওরা তোমার মাথা কাটলে তো গোবর ছাড়া আর কিছুই পাবে না', খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'খালি মাথার চেয়ে তো ভালো', বলল সিন্ডি।

জর্জ আবার ঢোক গিলল, 'আমি রক্তপাত হয় এমন কিছু কাটতে চাই না।'

স্যালি ওর দিকে ফিরে তাকাল। 'কথাটা মি. স্নেকলকে বলে দাও। এক্ষুনি বলো।'

অনিশ্চয়তায় ভুগছে জর্জ। 'বলতে হবে?'

'যে জিনিস তোমার পছন্দ হয় না তা করতে না-চাইলে বলে ফেলাই ভালো।'

অস্বস্তি নিয়ে হাত তুলল জর্জ। 'স্যার।'

গলা বাড়ালেন মি. স্নেকল। 'হ্যাঁ প্লিজ, দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দাও।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জর্জ, যেন একটা ঝড়ো বাতাস বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। 'আমার নাম জর্জ স্যান্ডার্স, স্যার। আমি এ শহরে নতুন এসেছি। প্রাণীর শরীর নিয়ে কাটাছেঁড়া করা আমারও পছন্দ নয়।'

মি. স্নেকল বিরক্ত হলেন। 'আমার কোর্স করতে না-চাইলে এ ক্লাসে থাকার দরকার নেই। এখন বসো আর চুপ থাকো।'

'জ্বি', তোতলাতে লাগল জর্জ। বসে পড়ল চেয়ারে।

কিন্তু স্যালি ফট্ করে উঠে দাঁড়াল।

'এক্সকিউজ মি, মি. স্নেক', বলল ও, 'ইয়ে মি. স্নেকল। আমার মনে হয় না জর্জের সঙ্গে আপনার ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়েছে। আপনি আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন। আর সে তার মতামত জানিয়েছে মাত্র। আপনার সঙ্গে তার মতের মিল নাও হতে পারে। তাতে কী হয়েছে? এটা একটা মুক্ত দেশ—মন খুলে কথা বলার অধিকার তার আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ওর কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

মি. স্নেকল স্যালিকে প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়েও সামলে নিলেন। হলুদ দাঁত বের করে হাসলেন। 'তুমি ঠিকই বলেছ, সারাহ উইলকক্স। আমি ক্ষমা চাইছি, জর্জ। তুমি ব্যাঙ কাটতে না-চাইলেও আমি কিছু বলব না।' বিরতি দিলেন তিনি। 'তোমরা দুজন ক্লাস শেষে এখানেই থাকবে।'

'আমি বোধ হয় থাকতে পারব না, স্যার', চট করে বলল স্যালি।

'কেন পারবে না?' জানতে চাইলেন মি. স্নেকল।

'কারণ আমার জরুরি একটা কাজ আছে', জবাব দিল স্যালি।

ভুরু কোঁচকালেন মি. স্নেকল। 'কী কাজ?'

'ব্যক্তিগত', সরল গলায় বলল স্যালি। বসে পড়ল চেয়ারে। 'সবার সামনে বলা যাবে না।'

এক মুহূর্তের জন্য কথা হারিয়ে ফেললেন মি. স্নেকল। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তুমি ছুটির পর থাকবে, জর্জ। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি। 'বেচারা জর্জ।'

কেঁপে উঠল জর্জ। 'এ লোকটা ভয়ংকর।'

অ্যাডাম ওর দিকে ঘুরে হাতে চাপড় দিল। 'ভয় নেই। উনি স্কুল টিচার। স্কুল প্রশাসন তাকে এখানে নিয়োগ দেয়ার আগে নিশ্চয় তার কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

'প্রশাসন যদি-না নিজেই এর সঙ্গে জড়িত থাকে', বিড়বিড় করল স্যালি।

স্যালির মন্তব্য কেউ পাত্তা দিল না।

আর এটাই ছিল ওদের সবচেয়ে বড় ভুল।

দুই

তিন পিরিয়ড পরে লাঞ্চের বিরতিতে পুরো দলটা ক্যাম্পাসে জড়ো হল। ক্যাম্পাস মানে চমৎকার একটা মাঠ। তবে এ মাঠে গাছ আছে, আছে প্রচুর বেঞ্চি, পাথরের দেয়ালও আছে। এখানে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো যায়। তবে মাঠের মাঝখানে একটা কবর মজাটাকেই মাটি করে দিয়েছে। অ্যাডাম কবরটাকে দেখিয়ে জানতে চাইল কার কবর ওটা। ওয়াচ আর ব্রাইস পুল, ওদের ওদের দলে নতুন যোগ দেয়া ছেলেটি কবরের গল্পটা জানে। ওয়াচ চোখে মোটা কাচের চশমা পরে আর তার দুহাতে সবসময় চারটা ঘড়ি থাকে। বিভিন্ন শহরের সময় জানার জন্য ঘড়িগুলো হাতে পরে ওয়াচ। আর ব্রাইসকে অনেকে সুপার হিরো বলে ডাকে। ব্রাইসও নিজেকে এ পরিচয় দিতে ভালোবাসে।

'কবরটা অ্যান টেম্পলটনের বোনের', বলল ওয়াচ। 'সে এখানকার স্কুলে পড়ত। বারো বছর বয়সে ওইখানটাতে সে খুন হয়ে যায়।'

অবাক হল অ্যাডাম, 'অ্যানের বোন আছে জানতাম না!'

'অ্যানের সামনে কখনো তার বোনের কথা বোলো না', সাবধান করে দিল ব্রাইস। 'একজন ভুলটা করেছিল। পরদিন তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

'অ্যান টেম্পলটন এরকম তুচ্ছ একটা কারণে কাউকে হত্যা করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না', বলল অ্যাডম। অ্যান টেম্পলটনকে সবাই ডাইনি বললেও অ্যাডাম তাকে পছন্দই করে। 'আসলে কীভাবে মারা গিয়েছিল অ্যান টেম্পলটনের বোন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওকে খুন করা হয়', জবাব দিল ব্রাইস। 'বিল টম্পট নামে এক লোক তাকে ছুরি মেরেছিল। তবে বিল তাকে হত্যা করেনি।'

'তাহলে কে তাকে হত্যা করেছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। ধাঁধার মতো লাগছে গোটা ব্যাপারটা।

'বিলের ওপর গ্যালাক্সির এক ভিনগ্রহবাসী ভর করেছিল।' ব্যাখ্যা করল ওয়াচ। 'অ্যান টেম্পলটনের বোনের নাম ছিল মার্গি। অ্যানের মতোই জাদু জানত সে। সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। অ্যান জানত বিল তার বোনের খুনের জন্য দায়ী নয়। তাই বিলকে সে শাস্তি দিতে চায়নি।'

'তবে বিল হ্যালোউইনের রাতে বজ্রপাতে মারা যায়।' জানাল ওয়াচ। 'টিভি অ্যান্টেনা সাজতে গিয়েছিল সে।'

'ঝড়ের সময় টিভি অ্যান্টেনা সেজে বাইরে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি তার', বলল সিন্ডি।

'সে রাতে ঝড়-বাদল কিছুই ছিল না', বলল ব্রাইস। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না। অনেকের ধারণা বিলের ওপর ভর করা শয়তান ভিনগ্রহবাসীটা ফিরে এসে ওকে খুন করেছে।'

'কিন্তু অ্যান তার বোনকে স্কুলের মাঝখানে কবর দিতে গেল কেন?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। স্যালি স্পুক্সভিলের কোনো ঘটনা জানে না এটা খুবই অস্বাভাবিক।

'চেয়েছিল তার বোনকে যেন সবাই মনে রাখে', বলল ওয়াচ। 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কবর দেয়ার জন্য স্কুল হল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা।'

'তবে লাশটা যেখানে শোয়ানো আছে ওদিকে না-যাওয়াই ভালো', সতর্ক করে দিল ব্রাইস। 'আমার ক'জন বন্ধু একবার ওখানে বসে লাঞ্চ খেয়েছিল। পরে বড় বড় অদ্ভুত গোটায় ভরে যায় তাদের শরীর। রোদে বেরুলেই গায়ে গোটা উঠত।'

'আমি চিনি ওদেরকে', বলল ওয়াচ। 'ওরা এখন ভ্যাম্পায়ার ছবিতে এক্সট্রার ভূমিকায় অভিনয় করে।'

'প্রসঙ্গ যখন উঠলই একটা কথা বলি' বলল স্যালি। 'আমার ধারণা আমাদের ইংরেজির শিক্ষয়িত্রী একজন ভ্যাম্পায়ার। তিনি আমাদেরকে

ছুটির দিনেও তিন-পৃষ্ঠার রচনা লিখতে দেন। কিন্তু সে লেখা কোনোদিন সূর্যের মুখ দেখে না। তাছাড়া তার চেহারা এমন ফ্যাকাশে— অন্ধকারে সাদা রঙটা জ্বলজ্বল করে।'

'তোমার কপালে মিস ফিশসেইন জুটেছে স্যালি?' জানতে চাইল ওয়াচ।

'হ্যাঁ', জবাব দিল স্যালি। 'তোমার কপালে কে জুটেছে?'

'মি. বিয়ার্ড', জানাল ওয়াচ। 'খুব ভালো লোক। কেউ তার টাক মাথা নিয়ে ঠাট্টা না-করলেই সে ক্লাসে 'এ' পেয়ে যায়।'

'ওঁর দাড়ি আছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'নকল একজোড়া গোঁফ আছে', জবাব দিল ওয়াচ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রাইস। 'আমি পড়েছি মি. গ্রাইন্ডের সাঁতার শেখার সেকশনে। প্রথম ছয় সপ্তাহ সুইমিংপুলে কাটাতে হয়েছে। পানিতে নামার আগে ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরতে হয়েছে। তার ভয় সন্ত্রাসীরা যে-কোনো মুহূর্তে হামলা চালাবে।'

'ওই জ্যাকেটগুলো খুব ভারী, না?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হুঁ', বলল ব্রাইস। 'আজ সকালে একটা বাচ্চা তো ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরে পানিতে নেমে প্রায় ডুবতে বসেছিল। কিন্তু মি. গ্রাইন্ড ব্যাপারটা আমলেই নিলেন না। বললেন লড়াই করার সময় নাকি দু-একজন সৈন্য খোয়াতেই হয়।

'এ-ধরনের টিচারই আমার পছন্দ', মন্তব্য করল স্যালি।

'আমাদের সায়েন্স টিচারটা সত্যি অদ্ভুত', বলল অ্যাডাম। 'নাম স্নেকল, চেহারাটাও সাপের মতো।'

'উনি এখানে নতুন এলেও ওনার সম্পর্কে আমি খোঁজখবর নিয়েছি', বলল ওয়াচ। 'প্রাণীর শরীর নিয়ে কাটাকুটিতে ওস্তাদ লোক।'

'শুনেছি প্রতি পিরিয়ডে অন্তত একটা শরীর কাটাছেঁড়া না করলে তার মন ভরে না', বলল ব্রাইস।

'ওহ্', মুখ বাঁকাল সিন্ডি। 'শুনতেই কেমন ঘেন্না লাগে।'

হেসে উঠল স্যালি। 'আমাদের শহরে নতুন আসা জর্জ স্যান্ডার্সকে মি. স্নেকল দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আজ ওকে ক্লাস শেষে বেরুতেও নিষেধ করেছেন।'

'উনি তো তোমাকেও ক্লাসে আটকে রাখতে চেয়েছেন।' বলল সিন্ডি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যালি। 'আমি তার ফাঁদে পা দেব এমন বোকা নই।'

ইতস্তত করে জানতে চাইল অ্যাডাম, 'তোমার কি মনে হয় মি. স্নেকল বিপজ্জনক মানুষ?'

হাসল স্যালি। 'ওনাকে আমার খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। তোমার কী হয়েছে, অ্যাডাম? কী ভাবছ?'

অ্যাডাম বলল, 'জর্জের কথা ভাবছি। ওকে কত খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না।'

'তাহলে বোধহয় ওর খেল খতম।' বলল স্যালি। 'মরে গেছে।'

'স্যালি!' ধমকে উঠল সিন্ডি। 'এভাবে বলছ কেন?'

খিকখিক হাসল স্যালি। 'ঠাট্টা করছিলাম। জর্জের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি তো কী হয়েছে?'

'কিন্তু ওকে তো এখানে আসতে বলেছিলাম।' বলল অ্যাডাম।

'মি. স্নেকলের সঙ্গে ওকে শেষবার দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'হ্যাঁ', জবাব দিল অ্যাডাম। 'মি. স্নেকলের সঙ্গে একা থাকতে হবে শুনে ও খুব ভয় পেয়ে যায়।'

'এজন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না', বলল সিন্ডি।

'তোমরা আসলে কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছ বলো তো?' ব্রাইস জিজ্ঞেস করল অ্যাডামকে। 'তোমাদের কী ধারণা মি. স্নেকল ওর কোনো ক্ষতি করবেন?'

'তা অবশ্য ভাবছি না', বলল অ্যাডাম।

'কিন্তু আমি ভাবছি', বলল স্যালি। 'আমার ধারণা ইতিমধ্যে জর্জের শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে।'

'থামবে তোমরা?' কাঁদো কাঁদো গলা সিন্ডির।

'একটা ছেলের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে তোমরা ব্যাপারটাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে দিব্যি হাসি-ঠাট্টা করছ।'

'হাসি-ঠাট্টা মোটেই দোষের নয় যদি তুমি সেটা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারো।' বলল স্যালি। তারপর একটু থেমে যোগ করল, 'আজ ছুটির পর মি. স্নেকলের ক্লাসে একবার উঁকি দিলে কেমন হয়?'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'নো প্রবলেম', বলল স্যালি।

'আমরা সবাই মিলেই যেতে পারি' বলল ওয়াচ। 'আমাদের শহরের মন্দ শিক্ষকদের চিনে রাখা উচিত।'

'আর তা করা উচিত ছেলেদের লাশ পড়ার আগেই', সায় দিল স্যালি।

তিন

তবে ছুটির পরে মি. স্নেকলকে তার ক্লাসে পাওয়া গেল না। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েও কাউকে দেখতে পেল না ওরা। ডেস্কগুলো খালি। অস্বস্তিবোধটা প্রবল হল অ্যাডামের মাঝে।

'মি. স্নেকলের বাসায় খোঁজ নেয়া দরকার', বলল ও। 'উনি বাড়ি ফিরেছেন কি না দেখব।'

'কিন্তু আমাদের তো আজ আর্কেডে যাওয়ার কথা', বলল ব্রাইস।

'তোমরা চলে যাও', বলল অ্যাডাম। 'আমি যাব না।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব', বলল সিন্ডি। 'আর্কেড আমার ভাল্লাগে না। ওখানে খেলার নামে শুধু চলে চিৎকার প্রতিযোগিতা।'

শেষে ঠিক হল অ্যাডাম আর সিন্ডি যাবে মি. স্নেকলের বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় সবাই আবার একত্রে মিলিত হবে। তারপর সিনেমায় যাবে। স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে দ্য মিক অ্যান্ড মাইল্ড ম্যাসাকার্স' নামে একটা হরর ছবি চলছে। এখানে অবশ্য শুধু হরর ছবি দেখানো হয়। সিনেমা দেখলে পপকর্ন ফ্রি।

বাড়ি ফেরার পথে ইনফরমেশন সেন্টার থেকে জর্জের ঠিকানা জোগাড় করে নিল অ্যাডাম। সাগরসৈকত থেকে বেশিদূরে থাকে না জর্জ। সিন্ডিদের বাড়ি থেকে দুই ব্লক দূরে। সিন্ডিদের সামনের বারান্দা থেকে বাতিঘর দেখা যায়।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিলেন মোটাসোটা এক মহিলা। জর্জের মতোই বড়সড় বেমানান নাক তার, বাদামি চুল, বড় বড় কালো চোখ। দু'সেকেন্ড পরপর চোখ পিটপিট করেন মহিলা। অ্যাডামদেরকে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন।

'কী চাও বাপুরা?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। 'তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'পারেন, ম্যাম। আমার নাম অ্যাডাম ফ্রিম্যান। আর ও সিন্ডি ম্যাকে। আমরা আপনার ছেলের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ি।'

উজ্জ্বল দেখাল মহিলার চেহারা। 'চমৎকার। জর্জ দেখছি খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু পাতিয়ে ফেলেছে।'

'ও বেশ ভালো', বলল সিন্ডি।

নরম গলায় হাসলেন মিসেস স্যান্ডার্স। 'তো তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে জানতে চাইল অ্যাডাম। 'জর্জ বাড়ি নেই?'

চোখ পিটপিট করলেন মহিলা। 'না, এখনও বাড়ি ফেরেনি। তবে ফিরবে হয়তো এক্ষুনি। স্কুল ছুটি হয়েছে কতক্ষণ?'

ঘড়ি দেখল সিন্ডি। 'ঘণ্টাখানেক হল।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মিসেস স্যান্ডার্সের। 'ছেলেটা আবার কোথায় গেল! ওকে বলা আছে স্কুল ছুটি হলেই যেন সোজা বাসায় ফিরে আসে।'

অ্যাডাম বলল, 'ওকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। নতুন এসেছে তো। হয়তো রাস্তাঘাট গুলিয়ে ফেলেছে। তাই ফিরতে দেরি হচ্ছে। ও বাসায় ফিরলে আমাকে ফোন করতে বলবেন, প্লিজ। আমার নাম এবং ফোন নাম্বার ওর খাতায় লেখা আছে।'

'বলব।' তবে দুশ্চিন্তার ছাপটা মুছল না মিসেস স্যান্ডার্সের চেহারা থেকে। 'ওর সঙ্গে তোমাদের বিশেষ কোনো দরকার ছিল?'

'না। এমনি এসেছিলাম দেখা করতে', অস্পষ্ট গলায় বলল সিন্ডি।

'ক্লাস কেমন লেগেছে জর্জের?' জানতে চাইলেন মিসেস স্যান্ডার্স। 'ও উপভোগ করেছে তো?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল অ্যাডাম। 'হ্যাঁ স্কুলে ভালোই সময় কেটেছে ওর।' ঘুরল ও। 'আবার দেখা হবে।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিসেস স্যান্ডার্স।' বলল সিন্ডি। পা বাড়াল বারান্দার সিঁড়িতে। তবে ওদের কথা মহিলা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। তিনি ছেলের কথা ভাবছেন। স্কুল ছুটি হয়েছে এক ঘণ্টা। এক মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে এত সময় লাগার কথা নয়। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বলে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

সিন্ডির সঙ্গে বাড়ি ফিরছে অ্যাডাম, চোখের সামনে ভেসে উঠল জর্জের উৎকণ্ঠিত চেহারা,। 'স্পুক্সভিলে এসেই বেচারা কী ঝামেলায় পড়ে গেল কে জানে!' বিড়বিড় করল ও।

'মি. স্নেকলের সঙ্গে জর্জের দেখা করার কথা ছিল না?' বলল সিন্ডি। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল ও। 'স্পুক্সভিলে এসে আমরাই কি কম ঝামেলায় পড়েছি? তুমি সিক্রেট পাথ ধরে আলাদা একটা ডাইমেনশনে চলে গিয়েছিলে। আর আমার ছোটভাইটাকে চোখের সামনে দিয়ে একটা পিশাচ চুরি করে নিয়ে গেল।'

'হুঁ। তবে আমরা এ-শহরের নানা অঘটনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু জর্জ তো প্রস্তুত ছিল না। ও তো ভিতু আর দুর্বল।'

'ওকে রক্ষা করা তোমার দায়িত্ব ছিল ভাবছ?'

ইতস্তত করল অ্যাডাম। 'আমি তেমন কিছু বলিনি।'

'কিন্তু এটাই সত্যি। তোমার মতো যাদের সাহস নেই সেইসব দুর্বল মানুষের জন্য তুমি কিছু একটা করার তাগিদ সবসময়ই অনুভব করো, তাই না?'

বিব্রত দেখাল অ্যাডামকে। 'আরে না। নিজেকে আমি তেমন সাহসী মনে করি না।'

ওর হাত ধরে থামাল সিন্ডি। চোখে চোখ রাখল। অ্যাডাম ভুলেই গিয়েছিল সিন্ডির চোখজোড়া অপূর্ব সুন্দর। বড় বড়, সবুজ। সোনালি চুল গালের পাশ দিয়ে পেছনে সরিয়ে নিয়ে হাসল ও।

'তুমি নিজেও জানো না তুমি কতটা সাহসী আর শক্তিশালী', বলল সিন্ডি।

'তুমি হলে একজন ন্যাচারাল হিরো এবং সত্যিকারের নেতা। ডাইনিটা বলেছিল না তোমার ভাগ্য খুব ভালো? আমি তার কথা বিশ্বাস করি।'

'সে তো সবার সম্পর্কেই মন্তব্য করেছে।'

'কিন্তু তোমার প্রশংসা সবচেয়ে বেশি করেছে।'

মাথা নোয়াল অ্যাডাম। 'আমরা একটা দল। আমাদের দলের সবাই সাহসী।'

মাথা নাড়ল সিন্ডি। 'ওয়াচ তোমার মতো সাহসী হতে পারে। সে স্মার্টও। ব্রাইসও তাই। আর স্যালি— স্যালি স্যালিই। কিন্তু তুমি সবার চেয়ে আলাদা।' বিরতি দিল সিন্ডি। অ্যাডামের হাতে চাপ দিল। 'এজন্যই তোমাকে এত পছন্দ করি আমি।'

রাঙা হয়ে উঠল অ্যাডামের মুখ, ও মাটির দিকে তাকিয়েই থাকল।

'তোমাকেও আমি পছন্দ করি', তোতলাল ও।

উচ্চকিত হয়ে উঠল সিন্ডির কণ্ঠ। 'সত্যি!'

মুখ তুলে চাইল অ্যাডাম। 'হ্যাঁ। অবশ্যই। তুমি আমার বন্ধু।'

হাসল সিন্ডি। 'আমি কি তোমার বিশেষ বন্ধু?'

'আমি তাই মনে করি। আমার সব বন্ধুই বিশেষ বন্ধু।'

হাসিটা মুছে গেল সিন্ডির মুখ থেকে। 'কিন্তু ... তুমি জানো আমি কী বলতে চেয়েছি।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'কী?'

ঢোক গিলল অ্যাডাম। 'বিশেষ বন্ধু পাবার ব্যাপারটাই অন্যরকম। আর তুমি তাদের মধ্যে অন্যতম।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয় কিছু বলতে চাইছ?'

'না।'

ওর অস্বস্তি লক্ষ করে মুচকি হাসল সিন্ডি।

'তুমি আসলে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে এখনও তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করো না, অ্যাডাম। তাই না?'

'না। তা কেন হবে? মেয়েরা খুব ভালো।'

জোরগলায় হেসে উঠল সিন্ডি। অ্যাডামের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বাড়ির দরজার দিকে পা বাড়াল। মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'জর্জকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না। মি. স্নেকলকে আমার অতটা খারাপ মনে হয়নি। জর্জ আর্কেডেও যেতে পারে।'

'হতেও পারে।' বলল অ্যাডাম।

কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করল না ও।

চার

বাড়িতে হোমওয়ার্কে মন বসাতে পারছে না অ্যাডাম। গরমের ছুটি কীভাবে কাটিয়েছে তার ওপর তিন-পৃষ্ঠার একটা রচনা লিখতে হবে ওকে। কিন্তু সামারে যে অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে তার অর্ধেকও যদি লেখে, ওকে নির্ঘাত পাগলা-গারদে পাঠানো হবে। কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। জর্জের ফোনের আশায় অস্থির ও। কিন্তু ফোন করছে না ছেলেটা। শেষে আর ধৈর্য রাখতে পারল না। ফোন করল ও জর্জের বাসায়। ফোন ধরলেন জর্জের মা। উৎকণ্ঠিত গলায় জানালেন তার ছেলে এখনও বাড়ি ফেরেনি। পুলিশে খবর দেবেন কি না বুঝে উঠতে পারছেন না। অ্যাডাম তাঁকে বলতে পারল না স্পুক্সভিলের পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে কোনোই লাভ হবে না। তারা কস্মিনকালেও কারও বিপদে সাহায্য করতে পারেনি।

সিনেমাহলে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল অ্যাডামের। নিজের উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারল না। বলল, 'জর্জের খোঁজখবর নেয়া উচিত।'

'আমরা কী করব?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। সে সিনেমা দেখতে উদ্‌গ্রীব। 'ক্লাসরুমে তো টুঁ মেরেই এলাম। কাউকেই দেখতে পেলাম না।'

'আমরা শুধু জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছি', বলল অ্যাডাম। 'ক্লাসরুমের পেছনের রুম তো আর দেখিনি। ওখানে রসদপত্র রাখা হয়। ওই ঘরটা আমি একবার দেখতে চাই।'

'তুমি জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'প্রয়োজন হলে তাই করব', জবাব দিল অ্যাডাম। 'জর্জ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওকে খুঁজে বের করতে হবে।'

ব্রাইস একটু ভেবে বলল, 'আমার কাছে তালা খোলার যন্ত্রপাতি আছে, জানালা ভাঙার দরকার পড়বে না।'

সিন্ডি আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল। 'তোমার বাসায় গিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি?'

ব্রাইস কথা না বলে ব্যাকপকেট থেকে চামড়ার ছোট একটি কিট বের করল। খুলল। ভেতরে কয়েকটা ধাতব হুক আর ছুরি। 'কখন দরকার পড়ে যায় বলা যায় না', জানাল ব্রাইস। 'তাই সবসময় এগুলো সঙ্গে রাখি।'

ঠাট্টার সুরে স্যালি বলল, 'তুমি এ জিনিস দিয়ে যে কোন তালা খুলতে পারবে?'

কঠিন চেহারা নিয়ে মাথা দোলাল ব্রাইস। 'হ্যাঁ', পৃথিবীর যে-কোনো তালা আমি খুলতে পারি এ জিনিস দিয়ে।'

'তাহলে চল চাই', বলল অ্যাডাম।

সিনেমা না-দেখে যেতে চাইছে না স্যালি, 'কিন্তু আমরা কিসের খোঁজে যাচ্ছি?'

'যে-কোনো কিছু', দৃঢ় শোনাল অ্যাডামের কণ্ঠ।

সূর্যাস্তের সময় স্কুল ক্যাম্পাসে পৌঁছুল ওরা। উঠোনে লম্বা ছায়া পড়েছে, শূন্য হলঘরে ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। পা টিপে টিপে ওরা সায়েন্সরুমের দিকে এগোল।

'এখানে দারোয়ান-টারোয়ান নেই?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আছে কয়েকজন', জবাব দিল ওয়াচ। 'তবে ওরা সন্ধ্যার পর বেশিরভাগ কম্পিউটার রুমে বসে আড্ডা দেয়।'

'এখানে যে কী করতে এসেছি তাই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না ছাই', অনুযোগের সুরে বলল স্যালি।

'তোমাকেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', ধমকে উঠল সিন্ডি, 'জর্জ বিপদে পড়েছে। ওকে সাহায্য করতে আসাটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?'

হাই তুলল স্যালি। 'জর্জের মতো ছেলেদের স্পুক্সভিলের শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করতেই আমার সারাটা জীবন গেল। ঘুম নষ্ট করে আবার আরেকজনকে রক্ষা করতে যাওয়া আমার পোষাবে না বাপু।'

'শ্ শ্ শ্', অ্যাডাম ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ওদেরকে চুপ থাকতে বলল। সায়েন্স রুমের সামনে চলে এসেছে ওরা। 'কথা বোলো না। 'চাই না কেউ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাক।' ব্রাইসের দিকে ফিরল ও। ব্যাগ খুলে তালা খোলার যন্ত্র বের করছে সে। 'কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'পাঁচ সেকেন্ড', বলল ব্রাইস। তালায় একখণ্ড ধাতব তার ঢুকিয়ে দিল সে, রুপালি হুকসহ। বাড়িয়ে বলেনি ব্রাইস। ঠিক পাঁচ সেকেন্ডের মাথায় খুট্ করে একটা শব্দ হল। খুলে গেল তালা। দরজায় ঠেলা দিল অ্যাডাম। ভেতরে নিকষ আঁধার।

'আমি একা যাব', বলল অ্যাডাম। সবার একসঙ্গে বিপদে পড়ার মানে হয় না।'

'মন্দ বলোনি', বলল স্যালি। 'কোনো সমস্যায় পড়লে পিলে চমকানো একটা চিৎকার দিয়ো। হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'না', দৃঢ় গলায় বলল ওয়াচ। 'হয় সবাই একসঙ্গে যাব নয়তো কেউ যাব না।'

তা-ই ঠিক হল শেষপর্যন্ত। দল বেঁধে ঢুকল ওরা অন্ধকার ক্লাসরুমে। বাতি জ্বালাতে নিষেধ করল ওয়াচ। ঘরে কেউ নেই, তবে ব্যাকরুমে একটা শব্দ শুনল ওরা। নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলল সবাই, পা টিপে টিপে এগোল ওদিকে। ব্যাকরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছে।

'ভেতরে কেউ আছে', ফিসফিস করল অ্যাডাম।

'কিংবা অন্য কিছু', ঢোক গিলল সিন্ডি।

'দরজা খুলে দেখি ভেতরে কে আছে কিনা', পরামর্শ দিল ব্রাইস।

'আমি দেখছি', বলল অ্যাডাম। দরজার নব ধরে ধীরে মোচড় দিল, উঁকি দিল সরু ফাটল দিয়ে। কিন্তু ব্যাকরুমে ক্লাসরুমের চেয়েও অন্ধকার। মাথা ঘোরাল ও, চাপা গলায় অন্যদেরকে জানাল, 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

ব্রাইস কান পাতল। বলল, 'আমিও কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'না', ওদের সঙ্গে একমত হতে পারল না সিন্ডি, 'ভেতরে নিশ্চয় কেউ আছে।'

'চলো ভেতরে ঢুকি', প্রস্তাব দিল ওয়াচ, 'এত ভয় কিসের?'

ভয় পাবার অনেক কারণ আছে। ভাবল সবাই। তবু অ্যাডাম আস্তে আস্তে মেলে ধরল দরজা। একে একে ঢুকে পড়ল অন্ধকার ঘরে। আলো জ্বালাতে সাহস করল না। কিন্তু অন্ধকারে হাঁটা মুশকিল। এটা-ওটার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। শেষে বাধ্য হল হাতড়ে বাতি জ্বালাতে। আলোয় উদ্ভাসিত হল ঘর। শূন্য।

শুধু অনেকগুলো খাঁচা আছে ঘরে। ব্যাঙ আর ইঁদুরের খাঁচা। আর ঘরের এককোণে রক্তমাখা কতগুলো জামাকাপড়।

অ্যাডাম আর সিন্ডি কাপড়গুলো ঝুঁকে দেখল। একটা বাদামি রঙের সুয়েটার আর ফুলহাতা একটা শার্ট। দুটোই লাল হয়ে আছে। রক্তের শুকনো দাগ দেখে বোঝা যায় এ রক্ত বেশ আগে লেগেছে। সিন্ডির দিকে তাকাল অ্যাডাম। সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা।

'আমরা দেরি করে ফেলেছি', করুণ গলায় বলল অ্যাডাম।

'তাই মনে হচ্ছে', মন্তব্য করল স্যালি।

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'কাপড়ে রক্ত দেখার মানে এই নয় যে ও মারা গেছে।' ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, রক্তমাখা শার্টটা হাতে নিল। 'সকালে জর্জ এ শার্টটা পরে স্কুলে এসেছিল না?'

'হ্যাঁ', বলল অ্যাডাম। এখনও শক্ সামলে উঠতে পারেনি। ইস্, ও যদি লাঞ্চের সময় একবার জর্জের খবর নিয়ে আসত তাহলে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটত না। ওর মনে হচ্ছে মি. স্নেকল হত্যা করেছেন জর্জকে। 'জর্জ নিশ্চয় বেঁচে নেই। নয়তো ওর রক্তমাখা জামাকাপড় এখানে পড়ে থাকত না।'

কিন্তু ওয়াচ মেনে নিতে পারল না অ্যাডামের কথা। 'মি. স্নেকল কেন জর্জকে হত্যা করতে যাবেন?'

'তার কোনো কারণের দরকার নেই', ক্রুদ্ধ গলায় বলল স্যালি। 'উনি একটা পিশাচ।'

জর্জের স্যুয়েটার এখনও হাতে নিয়ে বসে আছে সিন্ডি।

'আমাদের পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত।'

'দুরো!' নাক সিটকাল স্যালি। 'তাতে কোনো লাভ হবে না।'

'কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে', বলল স্যালি।

'ভয় পেয়ো না', বলল ব্রাইস। 'আমরা যা ভাবছি পরিস্থিতি ততটা খারাপ নাও হতে পারে।'

ঠিক তখন দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল ক্লাসরুমের দরজা। স্যালি দ্রুত ছুটে গেল দরজায়, নব ঘোরানোর চেষ্টা করল।

'বন্ধ!' আঁতকে উঠল ও।

এমনসময় নিভে গেল বাতি।

নিকষ আঁধার গ্রাস করল ওদের।

'কেউ নড়বে না।' হুকুম করল অ্যাডাম। কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। বোধহয় ওয়াচ। 'ভয় পেয়ো না।'

'ভয় পেতে চাইলে তবে না ভয় পাব।' ধমকে উঠল স্যালি। 'আমি দরজা খুলতে পারছি না।'

কালি গোলা অন্ধকার। কিচ্ছু ঠাহর করতে পারছে না ওরা।

'কারও কাছে টর্চ নেই?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'আমার কাছে নেই', বলল ব্রাইস।

'তুমি ইমার্জেন্সির জন্য তালা খোলার যন্ত্র রাখো ব্যাগে আর তোমার কাছে টর্চ নেই।' অবাক হল স্যালি। 'কোন্‌টা বেশি দরকার তা-ই তুমি আসলে বুঝতে পারো না।'

'তোমার বিক লাইটার কই?' খেঁকিয়ে উঠল ব্রাইস।

' নেই', বলল স্যালি।

'নেই। কেন?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'আজ রাতে ছবি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল', বলল স্যালি। 'খুনোখুনি দেখতে নয়।'

'শ্‌ শ্‌ শ্‌', ওদেরকে সতর্ক করল অ্যাডাম। 'আমাদেরকে যে এ-ঘরে আটকে রেখেছে সে কাছেপিঠে কোথাও আছে। হয়তো আমাদের কথা শুনছে সে।'

'নিশ্চয় সাপমুখো মি. স্নেকল', হিসহিস করল স্যালি।

'কিন্তু সে আমাদের কাছে চায় কী?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'আমাদের রক্ত চায়', বলল স্যালি। 'আমাদের লাশ চায়।'

'এখান থেকে না-বেরুনো পর্যন্ত এ-ঘরে নিরাপদেই থাকব।' বলল অ্যাডাম। 'কারণ লোকটা বাইরে।'

'যদি-না ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় সে', বলল ওয়াচ।

'ওকে এসব কথা বলতে নিষেধ করো', রেগে গেল স্যালি।

'আহ্, এখন ঝগড়ার সময় না', বিরক্ত হল অ্যাডাম। 'এখান থেকে কীভাবে বেরুবে সে চিন্তা করো।' ওয়াচের দিকে তাকাল। ' ছাদে একটা ভেন্টিলেটর আছে লক্ষ্য করেছিলে?'

'হ্যাঁ', বলল ওয়াচ। 'আমাদের মাথার ঠিক ওপরে ভেন্টিলেটারটা। তোমরা আমাকে সাহায্য করলে আমি ফাঁকটা গলে ছাদে উঠে যেতে পারব।'

'বুদ্ধি মন্দ নয়', বলল অ্যাডাম। 'তবে ফাঁক গলে আমি যাব। কারণ আমি তোমার চেয়ে পাতলা। সহজেই যেতে পারব।'

'তোমার অনেক সাহস, অ্যাডাম', প্রশংসার সুরে বলল সিন্ডি।

'ফাঁক গলে ছাদে উঠতে আবার সাহস লাগে নাকি?' বলল স্যালি। 'ছাদে যাওয়ার বদলে এখানে থাকাটা বরং বেশি বিপজ্জনক।'

'ছাদে গেলেও অ্যাডাম বিপদে পড়তে পারে', বলল ওয়াচ।

'তর্ক থামিয়ে বরং ভেন্টিলেটারের নিচে একটা টেবিল নিয়ে এসো। ব্রাইস আর আমি টেবিলে উঠে দাঁড়াব। অ্যাডাম তুমি আমাদের কাঁধে পা রেখে সহজেই ছাদে উঠতে পারবে।'

অন্ধকারে কাজ করা বেশ কঠিন। অ্যাডামের মনে হল ও দুঃস্বপ্ন দেখছে। অন্ধকারে সরু একটা ফাঁক গলে ছাদে ওঠার কথা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু কাজটা যেভাবেই হোক করতে হবে। ব্রাইস আর ওয়াচ টেবিলে উঠে দাঁড়াল। ওদের মেলে ধরা হাতের তালুর উপর উঠে পড়ল অ্যাডাম। ওরা তুলে ধরল অ্যাডামকে। অ্যাডাম মনে-মনে প্রার্থনা করল ভেন্টিলেটারের ফাঁকের মধ্যে যেন আটকে না যায়।

অন্ধকারেও ওয়াচ ঠাহর করতে পেরেছে ভেন্টিলেটারটা ঠিক কোন্ জায়গায়। সেটার ঠিক নিচে টেবিলটা পেয়েছে ও। অ্যাডামকে তুলে ধরা মাত্র হাত বাড়াতেই ভেন্টিলেটারটা মাথার ওপরে নাগাল পেয়ে গেল ও। জানাল বন্ধুদেরকে। 'ভেন্টিলেটারের ঝাঁঝরি ঠেলে সরানো যাবে?'

জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। অ্যাডাম হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই উপরের দিকে উঠে গেল ঝাঁঝরি।

.'পেরেছি', বলল অ্যাডাম। 'তবে, ছাদে উঠতে হলে আমাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরতে হবে।'

'সাবধান, অ্যাডাম', ফিসফিসে গলায় বলল সিন্ডি।

ওয়াচ আর ব্রাইস অ্যাডামকে আরও উঁচুতে তুলল। ভেন্টিলেটারের ঝাঁঝরির ঢাকনা সরিয়ে ধাতব প্যাসেজওয়ের কিনারা হাত দিয়ে চেপে ধরল অ্যাডাম। নিচ থেকে একটা জোর ধাক্কা এল, ভেন্টিলেটারের ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। থেমে গেল হঠাৎ। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'বাইরে এসেই আমি তোমাদের দরজা খুলে দেব।'

'তার আগে মারা না-পড়লেই হল', মন্তব্য করল স্যালি।

'মি. স্নেকলের ব্যাপারে খেয়াল রেখো', বলল ব্রাইস। 'লোকটা হয়তো আশপাশে কোথাও আছে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব', বলল অ্যাডাম।

সামনে বাড়ল ও। ভেন্টিলেটারের প্যাসেজওয়েটা বেশ সরু আর চাপা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। তবে নিঃশব্দে কাজটা করতে পারছে না। হাত, কনুই আর হাঁটু লেগে ঠনঠন ঢন্‌ঢন্‌ শব্দ হচ্ছে। মি. স্নেকল এ ভবনে এখনও থাকলে নিশ্চয় বুঝে ফেলবেন ওরা কী করতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এগোবার পর মাথার ওপর হালকা একটা আলো দেখতে পেল অ্যাডাম। টানেলের ছাদ থেকে আভাটা আসছে। সামনে বাড়তে ছাদ আর ওর মাঝখানে একটা পাখা দেখতে পেল অ্যাডাম। পাখাটার বল্‌টু আটকানো। কীভাবে ওটা সরাবে ভেবে পেল না অ্যাডাম। হামাগুড়ি দিয়ে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই বিষিয়ে উঠল মন। তাজা বাতাসের জন্য আঁকুপাঁকু করে উঠল বুক। প্যাসেজে চিৎ হল অ্যাডাম। পাখার নিচে ঠেকাল দু'পা। গায়ের সব শক্তি দিয়ে লাথি দিল। বারকয়েক লাথি মারার পর বিকট শব্দ করে ভেঙে গেল পাখা। গড়িয়ে সরে গেল।

ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে হু হু করে ঢুকে পড়ল বাতাস। বুক ভরে শ্বাস নিল অ্যাডাম।

দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ছাদে।

নিস্তব্ধ রাত। কেউ কোথাও নেই।

কাউকে দেখতে পেল না অ্যাডাম। চট করে ছাদের একপাশে সরে এল ও। নিচে নামার রাস্তা খুঁজছে। উঁকি দিল ছাদের কিনার দিয়ে। দেখতে পেল মি. স্নেকলকে।

ওদের সায়েন্স টিচার একটা ছোট খাঁচার সামনে বসে আছেন। খাঁচার ভেতরে একজোড়া ইঁদুর। আতঙ্ক নিয়ে অ্যাডাম দেখল মি. স্নেকল খাঁচা খুলে একটা ইঁদুর বের করলেন। ওটার লেজ ধরে মুখের সামনে নিয়ে এলেন। হাঁ করলেন মুখ। তাঁর মুখের আকার বদলে যেতে লাগল। ক্রমে বড় হয়ে উঠল। লম্বা একটা জিভ লকলক করে বেরিয়ে এল। মুখভর্তি সারি সারি ধারালো দাঁত। মি. স্নেকলের হাতের মধ্যে প্রাণভয়ে মোচড় খাচ্ছে ইঁদুর, তিনি আস্তে আস্তে প্রাণীটাকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল অ্যাডাম। ইঁদুরটার করুণ পরিণতি দেখতে পারবে না। কিন্তু চোখ বুজে থাকলেও কান তো আর বন্ধ নেই। ইঁদুরটার শরীরের হাড় গুঁড়িয়ে যাবার ভীতিকর শব্দটা ওর কানের পর্দায় ধাক্কা মারল।

`তারপর শুনতে পেল মি. স্নেকলের তৃপ্তি নিয়ে ঠোঁট চাটার শব্দ।

চাইবে না চাইবে না করেও জোর করে চোখ মেলল অ্যাডাম।

বিজ্ঞানশিক্ষক অপর ইঁদুরটার দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

অ্যাডাম বুঝতে পারল এই-ই সুযোগ। মি. স্নেকল ইঁদুর খেতে ব্যস্ত, এই সুযোগে সে ছাদ থেকে নেমে ক্লাসরুমে ঢুকে বের করে নিয়ে আসবে বন্ধুদেরকে। অ্যাডামের ভাগ্য ভালো। ভবনের পাশে লম্বা একটা গাছ বেয়ে নেমে এল নিচে। চলে এল ক্লাসরুমে। দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকল ও। খুলে দিল ব্যাকরুমের দরজার হুড়কো। বন্ধুরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল। ওদেরকে সাবধান করে দিল অ্যাডাম যেন জোরে কথা না বলে।

'লোকটাকে হলওয়েতে দেখে এসেছি', চাপা গলায় বলল অ্যাডাম। 'ইঁদুর খাচ্ছে।'

'ইক্।' ঘেন্নায় মুখ বিকৃত করল সিন্ডি।

'বলেছিলাম না লোকটা মানুষ না, সাপ', বলল স্যালি।

'ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল ব্রাইস। 'আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠবে না।'

'কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ কী?' বলল ওয়াচ।

'পুলিশের হাতে ওকে তুলে দিয়ে কোনো লাভ হবে না। বরং জর্জের অন্তর্ধানের জন্য আমাদেরকে দোষী করবে পুলিশ। ক্লাসরুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার অপরাধে গ্রেফতারও করতে পারে।'

'কিন্তু আমাদের কাছে তো প্রমাণ আছে', বলল সিন্ডি। 'আমরা পুলিশকে জর্জের রক্তমাখা জামাকাপড় দেখাব।

'পুলিশের কাছে গিয়ে কোনোই লাভ হবে না', জোরগলায় বলল স্যালি। 'কারণ এর আগেও আমরা বিপদে পড়ে পুলিশের কাছে গিয়েছি। কিন্তু কোনো সাহায্য পাইনি।'

'কাল স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে যাব', বলল অ্যাডাম। 'জর্জের কাপড়চোপড় নিয়ে। মি. স্নেকলকে স্কুল থেকে সরিয়ে দেয়ার পক্ষে শক্ত যুক্তি দাঁড় করাব। তাতে জর্জকে হয়তো ফিরে পাব না তবে আর কাউকে এভাবে খুন হতে দেব না।

কিন্তু অ্যাডামের প্রস্তাব মনপূতঃ হল না স্যালির।

'স্কুল-কর্তৃপক্ষ পুলিশের মতোই ভুয়া। তারাই তো মি. স্নেকলকে স্কুলে এনেছে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে তর্ক করে লাভ নেই', বলল ব্রাইস। 'কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে বাসায় যাই চলো। রাতে একটা বুদ্ধি ভেবে বের করব।'

'কিন্তু জর্জের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'জর্জ আমাদের সাহায্যের বাইরে চলে গেছে', জবাব দিল স্যালি।

পাঁচ

পরদিন সকালে, ক্লাস শুরুর আগে, অ্যাডাম এবং সিন্ডি গেল প্রিন্সিপালের অফিসে। বোঝাবার চেষ্টা করল তাদের এক শিক্ষক ভিনগ্রহের দানব। স্যালি ওদের সঙ্গে আসেনি, কারণ তার ধারণা প্রিন্সিপাল মি. স্নেকলের পক্ষের লোক।

হররস হল-এর প্রিন্সিপাল মিসেস স্ট্রবেরি। তার মুখখানা টকটকে লাল, গোলগাল, হাসলে ভারি মিষ্টি লাগে। তবে সমস্যা হল তিনি সারাক্ষণই হাসেন। এমনকি জর্জের রক্তমাখা কাপড়চোপড় দেখানোর পরেও তার মুখের হাসি ম্লান হল না। যেন তিনি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের নালিশ শুনছেন যা গত চল্লিশ বছর ধরে শুনে আসছেন। কাজেই এ-ব্যাপারটাকে তেমন পাত্তা না দিলেও চলে। মিসেস স্ট্রবেরির আচরণ দেখে অ্যাডামের অন্তত তা-ই মনে হল। মি. স্নেকলের ইঁদুর-খাওয়ার কথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে গড়িয়ে পড়েন আর কী। কথা শেষ করার জন্য বিরতি দিতে হল অ্যাডামকে।

'এতে হাসির কী হল আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', বলল ও। 'নিখোঁজ এক ছাত্রকে নিয়ে কথা বলছি আমরা। জর্জের মা নিশ্চয় আপনাকে বলেছে তার ছেলে স্কুল থেকে ফেরেনি?'

কমলা রঙের চোখের পাপড়িতে হাত বোলালেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'হ্যাঁ, উনি ফোন করেছিলেন। জর্জের জন্য দুশ্চিন্তা করছেন জানালেন।'

'আপনি ওনাকে কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'বললাম চিন্তা করার কিছু নেই। ওনার বয়স অল্প। তিনি আবার মা হতে পারবেন।'

‘কিন্তু জর্জের কী হবে?’ রাগ লাগল অ্যাডামের প্রিন্সিপালের কথা শুনে।’

‘ওর আবার কী হবে?’ গোবেচারা ভঙ্গিতে উল্টো প্রশ্ন করলেন তিনি।

‘আপনাকে তো বললামই’, অনুযোগের সুরে বলল সিন্ডি।’ আমাদের ধারণা মি. স্নেকল ওকে হত্যা করেছেন। আপনাকে প্রমাণও দেখিয়েছি।’

‘মি. স্নেকলকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই’, বললেন মিসেস স্ট্রবেরি।

‘কিন্তু আমাদের আছে’, বলল অ্যাডাম। ‘কারণ আমরা জানি উনি আমাদেরকে হত্যার চেষ্টা করতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি না সবকিছু শোনার পরেও আপনি এভাবে বসে থেকে এসব কথা বলছেন কী করে।’

‘এভাবে বলাটাই আমার বৈশিষ্ট্য’, হাসিমুখে বললেন মিসেস স্ট্রবেরি। ‘আমি সবসময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলি। খারাপ কিছু ঘটলেও ভান করি কিছু ঘটেনি। তোমরাও আমার মতো ভাবতে শেখো।

‘কিন্তু আপনি তো আসল ব্যাপারটাকে আমলেই আনছেন না’, বলল সিন্ডি। ‘আপনার স্কুলে খারাপ ঘটনা ঘটছে এবং সেগুলো আপনি ঘটতে দিচ্ছেন।’

‘তুমি যদি কোনো ঘটনা খারাপ চোখে দেখ তাহলে ওটা তোমার কাছে খারাপই মনে হবে’, বললেন মিসেস স্ট্রবেরি। ‘পুরোটাই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। জর্জের মায়ের কথাই ধরো। ছেলেটা নিখোঁজ হয়েছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা হল। এ শহরের সবাই বোধ হয় ধরেই নিয়েছে ওর আর দেখা মিলবে না। খবরটা শোনার পর আমি খুব আপসেট হয়ে জর্জের মাকে সহানুভূতি জানাতে পারতাম। হয়তো তার সঙ্গে দুফোঁটা চোখের জলও ফেলতাম। কিন্তু ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু যাচাই করি বলে ভেবেছি এ-পৃথিবীতে কেউ চিরদিনের জন্য আসে না, সবাইকেই একদিন চলে যেতে হয়।’

‘তাই আপনি জর্জের মাকে আরেকটা বাচ্চা নেয়ার কথা বললেন?’ জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'ঠিক ধরেছ। যা ঘটা সম্ভব সেদিকে আলোকপাত করি আমি, অসম্ভবের প্রতি নয়।'

'কিন্তু এটা সম্ভব', বলল অ্যাডাম, 'যদি আপনি মি. স্নেকলকে এ মুহূর্তে স্কুল থেকে বের করে দেন তাহলে অনেকগুলো বাচ্চার প্রাণ রক্ষা পাবে।'

'এ আমি করতে পারব না', বললেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'কারণ এটা অত্যন্ত নেতিবাচক একটা কাজ হবে।'

'কিন্তু উনি একটা খুনি', জোরগলায় বলল অ্যাডাম।

'আমাদের সবার মতো তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলে নিয়তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব। আর সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জগৎ সৃষ্টিই হয়েছে ব্যক্তিগত নিয়তির ওপর ভিত্তি করে।'

'এ রকম দর্শন নিয়ে থাকলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না', বলল সিন্ডি।

হাসলেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'আমার কিছু করার দরকারও নেই। আমি ইতিবাচক মনোভাবটা ধরে রাখলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

গুঙিয়ে উঠল অ্যাডাম। 'খুবই হাস্যকর কথা। আমি যদি আপনার অফিসে আগুন লাগিয়ে দিই? কাজটা করতে দেবেন আমাকে?'

'তুমি আমার অফিসে সত্যি আগুন লাগাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস স্ট্রবেরি।

'অবশ্যই না', বলল অ্যাডাম। 'আমি উদাহরণ হিসেবে বললাম কথাটা। আপনি কী করবেন?'

'কিছুই করব না। আমি শুধু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটা ধরে রাখব। সবকিছু এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আপনি তো আগুনে পুড়ে মারা যাবেন', বলল সিন্ডি।

'কিসের আগুন?' প্রশ্ন করলেন মিসেস স্ট্রবেরি।

'অ্যাডাম যে আগুন দেয়ার কথা বলেছে।'

'কিন্তু ও তো এইমাত্র বলল আগুন লাগাবে না', বললেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'শোনো বাচ্চারা, যে-সমস্যার অস্তিত্ব নেই সেগুলো কেন সৃষ্টি করতে চাইছ?'

'কিন্তু মি. স্নেকলের অস্তিত্ব আছে', বলল অ্যাডাম।

'উনি খুব বিপজ্জনক মানুষ। আর আপনি তাকে চাকরি দিয়েছেন। কাজেই সবকিছুর দায়দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তায়।'

'আমি কোনো দায়দায়িত্বের মধ্যে নেই', বললেন মিসেস স্ট্রবেরি, 'আর কোনো দায় দায়িত্ব নিতে পারব না বলেই তার কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি ভাবিত নই। আমার মনে শান্তি আছে, আমার আত্মাও পরিতৃপ্ত।

'কিন্তু জর্জের কী হবে?' বলল সিন্ডি।

'ওর কী হবে?'

'আপনাকে তো বললামই!' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'ও হয়তো মরে গেছে!'

মিসেস স্ট্রবেরি একটা আঙুল তাক করলেন অ্যাডামের দিকে। 'দ্যাখো, তুমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করছ না বলে এসব ঘটছে। তুমি কোনো কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে আছ।'

'ওর উত্তেজিত হওয়ার বহু কারণ আছে', রাগের চোটে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সিন্ডি। 'আপনি আসলে কাণ্ডজ্ঞানহীন এক মহিলা। আপনার দর্শন আর তত্ত্বকথার বকবকানির কোনো মানে নেই। প্রিন্সিপাল হওয়ার যোগ্যতাই আপনার নেই।'

'আমার যোগ্যতা নিয়ে তোমাদের অভিযোগ আমি মেনে নিতে পারছি না', বললেন মিসেস স্ট্রবেরি, 'আমি যা আমি তাই। তুমি যা তুমি তাই। জর্জ যদি মরে গিয়ে থাকে তো মরে গেছে।'

এখানে বসে থাকা অর্থহীন বুঝতে পেরে অ্যাডামও সিধে হল। 'আপনার কথার কোনো মানে হয় না।'

'কথার মানে তৈরি করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না', বললেন মিসেস স্ট্রবেরি।

সিন্ডির দিকে ফিরল অ্যাডাম। 'চলো যাই। স্যালি ঠিকই বলেছে। জর্জের জন্য যা করার আমাদেরকেই করতে হবে।'

আসন ছেড়ে সিধে হয়েছেন মিসেস স্ট্রবেরি। হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তোমরা যদিও আমাকে অপছন্দ করো কিন্তু আমি মনে করি তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করি বলেই আজকের বৈঠক নিয়ে আমার ভেতরে খারাপ লাগার কোনো অনুভূতি নেই।'

প্রিন্সিপালের বাড়ানো হাতটা ধরল না অ্যাডাম।

'আপনার জন্য আমার দুঃখ লাগছে মিসেস স্ট্রবেরি, একদিন এমন কোনো ঝামেলায় আপনি পড়বেন যে আপনার ইতিবাচক মনোভাব বাষ্পের মতো উবে যাবে বাতাসে। তখন বুঝবেন কত ধানে কত চাল।'

খিক খিক হাসলেন মিসেস স্ট্রবেরি। 'আমি ওইদিনও কোনো দায়দায়িত্ব স্বীকার করব না।'

সিন্ডি অ্যাডামের হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'প্রথম পিরিয়ড এখুনি শুরু হবে। ক্লাসে যাবে?'

'যাব', বলল অ্যাডাম। 'লোকটার ওপর চোখ রাখা দরকার।'

ছয়

ক্লাস চলাকালীন ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্য ছাত্রদের নিয়ে গ্রুপ তৈরির আদেশ দিলেন মি. স্নেকল। অ্যাডাম, সিন্ডি আর স্যালিরা একটা দলে। ক্লাসরুমের পেছনে, ল্যাবে হাজির হল ওরা। একটা কন্টেইনার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মি. স্নেকল। বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে ওটা থেকে। কাচের একটা বাটি থেকে বের করে প্রত্যেককে একটা করে জ্যান্ত ব্যাঙ ধরিয়ে দিলেন কাটাকুটির জন্য।

স্যালি তার শিক্ষকের প্রায় মুখের সামনে ঘুসি বাগিয়ে ধরল। 'আমি আপনাকে বললাম না জ্যান্ত ব্যাঙ কাটাকুটি করতে পারব না।' চেঁচাল ও।

জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ মেলে স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মি. স্নেকল। 'মরে গেলে কারো কোনো অনুভূতি থাকে না। তুমি ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ করতে না চাইলে ল্যাবের পরীক্ষায় ফেল করবে, সারাহ। কাজটা করতে রাজি না হলে প্রতিদিন তোমাকে স্কুল ছুটি হবার পরেও ক্লাসে বসে থাকতে হবে।'

স্যালি কটমট করে তাকাল তাঁর দিকে। 'জর্জের মতো!' ঘুরলেন মি. স্নেকল। 'জর্জ আজ স্কুলে আসেনি।'

স্যালি কিছু বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিল অ্যাডাম।

'সবার সামনে সরাসরি অভিযোগ করা ঠিক হবে না', ল্যাবের অন্যদের কাছে মি. স্নেকলকে যেতে দেখে চাপা গলায় বলল অ্যাডাম।

'কেন ঠিক হবে না?' প্রশ্ন করল স্যালি, 'কী করবে সে আমার? মামলা ঠুকে দেবে?'

'লোকটার ব্যাপারে আমাদের আরও প্রমাণ দরকার', বলল সিন্ডি।

নাক সিঁটকাল স্যালি। ‘প্রমাণ দিয়ে কচু হবে। ওর বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রমাণ আনতে পারবে না।’

‘তাহলে তুমি আমাদের কী করতে বলো?’ জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

স্যালি ঘৃণা নিয়ে মি. স্নেকলকে দেখল। ‘দানবটাকে খুন করা উচিত।’

‘তা করা সম্ভব নয়’, বলল অ্যাডাম। জর্জকে উনি খুন করেছেন এরকম কোনো অকাট্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া উনি সত্যি দানব কিনা তাও আমরা জানি না।’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও!’ বলল স্যালি। ‘এ লোক তো জ্যান্ত ইঁদুর চিবিয়ে খায়। তুমিই বলেছ খাওয়ার সময় ওর মুখটা অনেক বড় হয়ে যেতে দেখেছ। এ কিছুতেই মানুষ হতে পারে না।’

‘সে মানুষ না হলে কী?’ জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

‘ভিনগ্রহ থেকে আসা কোনো প্রাণী’, জবাব দিল স্যালি।

‘কিন্তু আমাদের স্কুলে সে পড়াতে আসবে কেন?’ প্রশ্ন করল সিন্ডি।

‘জানি না আমি’, বলল সিন্ডি। ‘হয়তো তার একটা কাজের দরকার ছিল।’

‘তবু তাকে আমরা বললেই খুন করতে পারি না’, বলল অ্যাডাম। ‘কাজটা উচিত হবে না।’

‘কিন্তু সে যদি আবার কাউকে খুন করে?’ জিজ্ঞেস করল স্যালি। ‘তখন যদি তোমাদের টনক নড়ে। আমি বলি কী, ক্লাস শেষে লোকটাকে পটিয়ে ব্যাকরুমে নিয়ে গিয়ে ফরমালডিহাইড ইনজেকশন ঢুকিয়ে দেব শরীরে।’

‘না’, বলল অ্যাডাম। ‘ওর ওপর নজর রাখব। দেখব সে কী করে বা কী চায়।’

‘সে খাবার চায়’, অধৈর্য শোনাল স্যালির কণ্ঠ। ‘আর আমরা তার কাছে খাবার ছাড়া অন্য কিছু নই।’ আবার তাকাল সে মি. স্নেকলের দিকে। ‘এ দানবটার কবল থেকে রক্ষা পেতেই হবে।’

'স্যালি', সাবধান করে দিল অ্যাডাম। 'নিজে নিজে কিছু করতে যেয়ো না। বিপদ হবে।'

স্যালি মাথা নুইয়ে ল্যাব-টেবিলের কাচের বাটিতে রাখা ব্যাঙটার দিকে তাকাল। ওটা লাফাচ্ছে। 'আমি চলে যাচ্ছি। এ ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা ব্যাঙ কাটতে পারবে?'

স্যালি ঠিকই বলেছে।

ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদের কথা শোনামাত্র পেট গুলিয়ে উঠল ওদের।

ক্লাস শেষ হওয়ার পর স্যালি ভান করল সে অ্যাডাম আর সিন্ডির সঙ্গে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা চোখের আড়াল হওয়া মাত্র ও ফিরে এল সায়েন্স ক্লাসে। পরের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি। দেখল মি. স্নেকল একা বসে আছেন ব্যাকরুমে, ছোট ধাতব খাঁচার মধ্যে বন্দি ইঁদুরগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে।

'লাঞ্চ করবেন কোন্‌টাকে দিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

লাফিয়ে উঠলেন মি. স্নেকল, তারপর ঘুরে তাকালেন স্যালির দিকে। সবুজ চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। 'তোমার জন্য কী করতে পারি, সারাহ্‌?' হিসহিসে গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি, মুখের ওপর ঝুলে থাকা চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিলেন পেছন দিকে।

'এই স্কুল এবং আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন', বলল স্যালি।

জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন মি. স্নেকল। স্যালি লক্ষ্য করল তাঁর দাঁতগুলো ভয়ানক ধারালো। 'আমি বুঝতে পারছি না প্রাণীশরীর ব্যবচ্ছেদে এত আপত্তি কিসের তোমার। বিজ্ঞানের মজাই তো এখানে।'

'আমি প্রাণীশরীর ব্যবচ্ছেদ নিয়ে কথা বলতে আসিনি। এসেছি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে। আমার বন্ধুবান্ধবরা আপনার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছে। আমরা জেনে গেছি আপনি মানুষ নন, ভিন্‌গ্রহের ভয়ংকর কোনো প্রাণী যার প্রিয় খাবার ইঁদুর আর প্রিয় কাজ অসহায় বাচ্চাদেরকে হত্যা করা।'

মুখ থেকে হাসি মুছে গেল মি. স্নেকলের। 'তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

মুখ বাঁকাল স্যালি। 'আপনি গতকাল জর্জকে স্কুল ছুটির পর বাসায় যেতে দেননি। এরপর কাকতালীয়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ছেলেটা। ওর সঙ্গে সর্বশেষ আপনার দেখা হয়েছিল। আমরা জানি ও আর বেঁচে নেই। কারণ কাল রাতে ওকে খুঁজতে আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদেরকে আপনি ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা জর্জের রক্তমাখা জামাকাপড় খুঁজে পেয়েছি। ওতে আপনার আঙুলের ছাপ আছে।'

'আঙুলের ছাপ দেখতে জামাকাপড়ে ধুলো লাগাওনি?'

'না! তা করার দরকার হয়নি। কারণ অ্যাডাম দেখে ফেলেছে আপনি মস্ত হাঁ করে ইঁদুর চিবিয়ে খান। আমরা সবাই জানি আপনি মানুষ নন। শিগগির অন্যেরাও জেনে যাবে আপনার আসল পরিচয়। আপনি এসব কাণ্ড করে পালাতে পারবেন না।'

মি. স্নেকল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। স্যালি ভুলেই গিয়েছিল লোকটা ভীষণ লম্বা। 'কীসব কাণ্ড, সারাহ্?' তার গলা গম্ভীর শোনাল।

স্নেকলের চোখে চোখ রাখল স্যালি। 'আমাদের গ্রহে যেসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন।'

কটমট করে স্যালির দিকে তাকালেন তিনি। সবুজ চোখজোড়া যেন বড় হয়ে উঠল আকারে। 'তোমার ধারণা আমি ভিন্‌গ্রহ থেকে এসেছি?' নরম গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি। তবে স্যালির কানে তা সাপের হিসহিস আওয়াজের মতো শোনাল।

তাকে এ মুহূর্তে অবিকল ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের মতো লাগল।

'হ্যাঁ, আপনি জিয়ন বা এ-ধরনের কোনো গ্রহ থেকে এসেছেন। তবে ভাববেন না যে আমি একা।'

স্যালির দিকে কদম বাড়ালেন মি. স্নেকল। 'ধরো আমি ভিন্‌গ্রহ থেকে এসেছি। ধরো জর্জের অন্তর্ধানের পেছনে আমার হাত আছে। তো কী করবে তুমি?'

ঠিক তখন স্যালি বুঝতে পারল সায়েন্স ক্লাসে ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। আজ মি. স্নেকলের আর কোনো ক্লাসও নেই। বদ্ধ ঘরে সে স্নেকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও ওর চিৎকার কেউ শুনবে বলে মনে হয় না। অ্যাডামের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল স্যালির। ও পইপই করে বলেছিল গভীর বিপদের মধ্যে রয়েছে স্যালি। কিন্তু ব্যাপারটা পাত্তা দেয়নি ও। তবে ভয় পাবার অভিব্যক্তি চেহারায় ফুটতে দিল না স্যালি। ভিন্‌গ্রহের দানবের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছে। ওদেরকে দেখে ভয় পেয়েছ বুঝতে পারলেই ওরা তোমার ওপর হামলে পড়বে।

'আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না, মি. স্নেক ফেস।' উদ্ধত গলায় বলল স্যালি। 'আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে বাইরে। এক মিনিটের মধ্যে ওরা যদি আমাকে দেখতে না পায়, দরজা ভেঙে ক্লাসে ঢুকবে। আর আপনার মতো দানবদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা ভালোই জানা আছে ওদের। ওদের সামনে দু-সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারবেন না।'

মি. স্নেকল ব্যাকরুমের দরজায় গিয়ে উঁকি দিলেন ক্লাসরুমে। তারপর বন্ধ করে দিলেন কপাট। তালা লাগালেন। ফিরে এলেন স্যালির কাছে। স্যালি দেখল স্নেকলের মুখের ডানপাশ দিয়ে সবুজ লালা ঝরছে। আবার স্যালির দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

'তোমার বন্ধুরা বোধহয় তোমাকে রেখেই চলে গেছে।'

নাক সিটকাল স্যালি। 'আপনি ওদেরকে দেখতে পাননি কারণ ওরা লুকিয়ে রয়েছে।'

স্যালির দিকে আরেক কদম বাড়লেন মি. স্নেকল। 'তবে আমার তা মনে হয় না।'

স্যালি এক কদম পেছাল। 'আমকে আপনি ভয় দেখাতে পারবেন না।'

মি. স্নেকল এগিয়ে আসছেন। 'তোমার চোখে ভয় দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি আতঙ্কের ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে তোমার।'

স্যালি হঠাৎ যেন জমে গেল। 'কে আপনি? কী চান?'

হাসলেন তিনি। তার দাঁতের সারি একটা নয়, দুটো। সাপের দাঁতের মতো—ছুঁচালো এবং ধারালো। 'তুমি ঠিকই ধরেছ। আমরা ভিন্‌গ্রহ থেকে এসেছি। তবে আমরা কী চাই তা যদি তোমাকে দেখাতে পারি তাহলে ব্যাপারটা তোমার কাছে সহজ হয়ে উঠবে। তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে।'

ঢোক গিলল স্যালি। 'ঠিক আছে। আমি স্বীকার করছি, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।' বিরতি দিল ও। তারপর বলল, 'আমার এখন সাঁতারের ক্লাস আছে। আমি যাই?'

'না। তুমি কোথাও যাবে না।'

স্যালি লোকটাকে পাশ কাটাতে চাইল। লম্বা শরীর নিয়ে ওর পথ আটকালেন মি. স্নেকল।

'আপনি বুঝতে পারছেন না', বলল স্যালি। 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমিই বুঝতে পারছ না, সারাহ্। তবে বোঝার সময় পার হয়ে গেছে অনেক আগে।'

তারপর তিনি মুখ থেকে খুলে ফেললেন মুখোশ। আর স্যালি সেই মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে ফেলল।

আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে।

সাত

লাঞ্চের সময় স্যালিকে দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল অ্যাডাম।

'ও মি. স্নেকল একহাত নেবে বলছিল', ওয়াচ এবং ব্রাইসকে জানাল অ্যাডাম। 'তবে আমি নিষেধ করায় যাবে না বলল। কিন্তু স্যালিকে তো তোমরা চেনো।'

'বড্ড জিদ্দি মেয়ে!' মন্তব্য করল সিন্ডি।

'অবশ্য ওর সাহসও অনেক', বলল ওয়াচ। 'চলো, ক্লাসরুমে একবার ঢুঁ মেরে আসি। দেখি স্যালি ওখানে আছে কিনা।'

ওরা চারজন সায়েন্সরুমের দিকে পা চালাল দ্রুত। দরজা খোলা। তবে ভেতরে কেউ নেই। ব্যাকরুমেও কাউকে দেখা গেল না। এ ঘরে জর্জের রক্তমাখা কাপড়চোপড় পেয়েছিল ওরা। স্যালির জামাকাপড় না পেয়ে বুকের ধুকপুকনিটা একটু কমল। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়?

'বাসাতেও চলে যেতে পারে', বলল সিন্ডি।

'আমার মনে হয় না স্যালি বাসায় গেছে', বলল অ্যাডাম। 'মি. স্নেকল হয়তো স্যালিকে ধরে নিয়ে গেছেন।'

'কিন্তু ধরে নিয়ে যাবেনটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। জর্জের রক্তমাখা কাপড়চোপড় আমরা পেয়েছি কিন্তু ওর লাশ পাইনি। আমরা ধরে নিয়েছি স্কুলের মধ্যে থেকে দিনদুপুরে কিডন্যাপ করা হয়েছে জর্জকে। কিন্তু কেউ এরকম দেখেনি যে মি. স্নেকল লাশ নিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠেছেন। তার অতটা সাহস আছে বলে মনে হয় না।'

'আমার ধারণা মি. স্নেকল ভিনগ্রহের বাসিন্দা', বলল ব্রাইস। 'এমন সব প্রযুক্তি তার হাতের মুঠোয় রয়েছে যার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।'

'তোমাদের কারো যুক্তিই ফেলনা নয়', চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বলল অ্যাডাম। 'আমরা এ ঘরটা কখনোই ভালো করে খুঁজে দেখিনি। এখানে হয়তো কোনো রহস্য আছে। প্রতিটা কেবিনেট আর ক্লজিট ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার।'

পরের দশ মিনিট ওরা তাই করল। ঘরের কোণায় একটা ক্লজিটের মধ্যে কতগুলো খবরের কাগজের নিচে একটা অদ্ভুত কালো বাক্স খুঁজে পেল। বাক্সের একপাশে স্পিকারের মতো একটা জিনিস ঠেলে বেরিয়ে আছে, উপরে একসারি নানা রঙের বোতাম এবং বাতি। বাক্সটা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখল ওয়াচ এবং ব্রাইস। তারপর ওয়াচ কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, সাইড স্পিকার থেকে বিচ্ছুরিত হল নীল আলোর একটা ঢেউ।

তবে ওদের কারও গায়ে লাগল না আলোকরশ্মি। সোজা গিয়ে ঢুকল ইঁদুরের খাঁচায়। একমুহূর্তের জন্য রংধনুর সাতটা বর্ণিল রঙের ছটা দেখা গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল নীল আলোর ঢেউ। সেই সঙ্গে খাঁচাসুদ্ধ ইঁদুরটাও। ওয়াচ এবং ব্রাইসের হাত থেকে খসে পড়ল যন্ত্রটা।

'দেখলে?' আঁতকে উঠেছে সিন্ডি। 'ইঁদুরটাকে স্রেফ শূন্যে মিলিয়ে দিল আলোটা।'

'এ যন্ত্র দিয়ে পদার্থ স্থানান্তর করা যায়', বলল ব্রাইস।

'ইঁদুরটাকে আমরা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারতাম।'

'কিন্তু কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তা বলতে পারব না', বলল ওয়াচ। যন্ত্রটা আবার তুলে নিয়েছে হাতে, বোতাম টিপতে শুরু করল। 'ওটাকে হয়তো ফিরিয়েও আনা যাবে।'

স্পিকারের মতো দেখতে যন্ত্র থেকে আবার বেরিয়ে এল নীল আলোর ঝলকানি। রংধনু সাতরঙের খেলা চলল আবার। খাঁচাসহ ফিরে এল ইঁদুর।

তবে খাঁচার ভেতরে ইঁদুরটা নড়ছে না।

খাঁচাটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। অপেক্ষা করছে।

কিন্তু নড়ল না বেচারি প্রাণীটা। মারা গেছে।

'যন্ত্রটার কারণে মরে গেল বেচারা।' বলল অ্যাডাম।

'আমার মনে হয় না যন্ত্রের কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে ইঁদুরটাকে।' বলল ওয়াচ।

'আমারও তাই মনে হয়', সায় দিল ব্রাইস। 'ইদুরটা যে-জায়গায় গিয়েছিল ওখানেই কোনো কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে ওকে। সম্ভবত আউটার স্পেসে চলে গিয়েছিল ইঁদুর। তারপর আমরা ওকে ফিরিয়ে এনেছি।'

সিন্ডি থমথমে চেহারা নিয়ে বলল, 'তার মানে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা গেছে বেচারা।'

ব্রাইসও গম্ভীর। 'হ্যাঁ' তবে এজন্য আমরা দায়ী নই। আমরা কী করে জানব ওটা মরে যাবে?'

'তবে ইঁদুরটা মরে গিয়ে আমাদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে', বলল ওয়াচ। 'ওর বদলে আমরা কেউ আউটার স্পেসে গেলে বেঁচে ফিরতে পারতাম না।'

অ্যাডাম বলল, 'তুমি বোধহয় এজন্যই ভেবেছ মি. স্নেকল এ যন্ত্রের সাহায্যে ধরে নিয়ে গেছেন জর্জ এবং স্যালিকে? তুমি কি যন্ত্রটা লোকটার বিরুদ্ধে ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করছ?'

'এছাড়া কোনো বিকল্প নেই।'

'কিন্তু ভিন্‌গ্রহের শিপের সঙ্গে আমাদের কো-অর্ডিনেট করতে হবে', বলল ব্রাইস। 'আর শিপটা মনে হয় কাছেপিঠে কোথাও আছে। আমাদের শহরের আকাশেও থাকতে পারে।'

'হতে পারে', সায় দিল ওয়াচ। 'হয়তো শিপে চড়ে এবারে শুধু মি. স্নেকলই এসেছেন। আবার অনেকে একসঙ্গে আসাও বিচিত্র নয়। যাকগে, আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক, ব্রাইস। আজ টেলিস্কোপ ব্যবহার করব আমি। রাতের আকাশ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব ভিন্‌গ্রহের শিপের সন্ধানে।'

'তাহলে কি ট্রান্সপোর্টার সেট করার কো-অর্ডিনেট পেয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'পাবার সম্ভাবনা আছে', জবাব দিল ব্রাইস। 'শিপটা কতদূরে রয়েছে তা নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার। আমরা কিছু একটা শিপে পাঠিয়ে দেব। দেখব ওটা ফিরে আসে কি না।'

'না।' প্রতিবাদ করল সিন্ডি। 'এক্সপেরিমেন্টের জন্য খামোকা ইঁদুর হত্যা করা যাবে না। অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবো।'

'ভাবছি', বলল ওয়াচ।

ট্রান্সপোর্টার যন্ত্রে সাবধানে হাত রাখল অ্যাডাম।

'রাত পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না। ততক্ষণ পর্যন্ত স্যালি বেঁচে নাও থাকতে পারে।'

'আমাদের কিছু করার নেই', বলল ব্রাইস।

'স্যালিকে হত্যা করা এত সহজ নয়', যোগ করল ওয়াচ।

আট

জ্ঞান ফিরে পেয়ে স্যালি দেখল ওর দিকে শুকনো চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে জর্জ। তারপর পৃথিবী দেখতে পেল জর্জের পেছনের জানালা দিয়ে। বুঝে ফেলল ও এ-মুহূর্তে স্পেস শিপে আছে, চক্কর দিচ্ছে ধরিত্রী। চট করে উঠে বসল স্যালি, ঝিন্ করে উঠল মাথা, মনে হল আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে। জর্জ ওর কাঁধে হাত রাখল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল জর্জ।

'অবশ্যই', কাঁধ থেকে জর্জের হাত সরিয়ে দিল স্যালি।

'এর আগেও আউটার স্পেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কাজেই কোনোকিছুই আমার কাছে নতুন নয়।' চারপাশে চোখ বুলাল। ওদেরকে কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেনি বটে তবে একনজর দেখেই বুঝতে পারল ছোট এ-ঘরটায় বন্দি হয়ে আছে ওরা। দরজা বন্ধ। স্যালি লক্ষ করল স্কুলের নীল ড্রেসের বদলে ওর গায়ে সাদা একটা জামা। জামা না বলে আলখাল্লা বলাই ভালো। জর্জের পরনেও তাই। স্যালি জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে এলাম কী করে?'

'মি. স্নেকল তোমাকে নিয়ে এসেছেন।' জানাল জর্জ। 'কয়েক ঘণ্টা আগে। তোমাকে উনি মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে গেছেন। তখন থেকে তুমি ঘুমাচ্ছিলে।'

'আমি ঘুমাইনি। আমাকে ওই লোকটা হামলা করে অজ্ঞান করে রেখেছে।'

অবাক হল জর্জ। 'সত্যি? কিন্তু উনি তো আমার ওপর কোনোরকম হামলা চালাননি।'

সিধে হল স্যালি তারপর হেলান দিল দেয়ালে। মেঝে ধূসর কার্পেটে মোড়া। দেয়ালও ধূসর রঙের তবে কাঠের। আলো যেটুকু আসছে তা নিচের পৃথিবী থেকে বিচ্ছুরিত আভা। ভিনগ্রহের জাহাজটা বোধহয় প্রশান্ত মহাসাগর এবং ওয়েস্ট কোস্ট থেকে দুশো মাইল উঁচুতে ঝুলে রয়েছে। সাগর ঝলমল করছে। সম্ভবত এখন রাত। স্যালি নিশ্চয় কয়েকঘণ্টা ধরে অজ্ঞান হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে থাকার সময় ওরা ওর শরীর নিয়ে পৈশাচিক কোনো গবেষণায় মেতে ওঠেনি তো? ভাবতেই শিরশির করে উঠল গা। মি. স্নেকলের আসল চেহারা দেখেছে স্যালি—গিরগিটির মতো দেখতে। স্যালি লক্ষ করল ওর ডান হাতে, শিরার ওপরে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

'তোমার আসলে কী হয়েছিল বলো তো', বলল স্যালি।

'জানোই তো মি. স্নেকল আমাকে ছুটির পরেও স্কুলে থাকতে বলেছিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে ব্যাকরুমে ঢুকলেন। তালা মেরে দিলেন দরজায়। তারপর আমাকে বসিয়ে দিয়ে একটা সুচ বের করলেন। বললেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গবেষণা করছেন। এজন্য আমার শরীরের খানিকটা রক্ত তার দরকার।'

'তুমি লোকটাকে তোমার গায়ে সুচ ফোটাতে দিলে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'অদ্ভুত মানুষ তো তুমি!'

'বাধা দিয়েছিলাম তো। কিন্তু ওনার সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠিনি। ওনার গায়ে যে কীরকম জোর তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমাকে শক্ত করে ধরে শরীর থেকে এক সিরিঞ্জ রক্ত নিলেন। আমি তার হাত থেকে ধাক্কা মেরে সিরিঞ্জটা ফেলে দিলাম। আমার জামাকাপড়ে ছিটকে পড়ল রক্ত। কী যে অবস্থা হয়েছিল তুমি ভাবতেও পারবে না।'

'হ্যাঁ, আমি ভাবতে পারছি', হালকা গলায় বলল স্যালি। 'বলে যাও।'

'শেষপর্যন্ত তিনি টেস্টটিউবে আমার রক্ত নিয়ে ছাড়লেন। মাইক্রোস্কোপের মতো একটা যন্ত্রে পরীক্ষা করলেন। তবে ওটা স্বাভাবিক মাইক্রোস্কোপের মতো নয়। তারপর বললেন আমার পরীক্ষা শেষ। আমার রক্ত ঠিক আছে। আমি তার সঙ্গে তার জাহাজে যেতে পারি। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম তার সঙ্গে কোথাও যাব না। কিন্তু আমার কথা কানেই তুললেন না তিনি। আমার গায়ে এই সাদা গাউনটা

ছুড়ে দিয়ে বললেন এটা পরে জাহাজে উঠতে হবে। এটা নাকি জীবাণুমুক্ত পোশাক। তারপর আমি এই গাউনটা পরলাম। মি. স্নেকল অদ্ভুত চেহারার একটা কালো বাক্স বের করে কয়েকটা বোতাম টিপলেন। তারপরই দেখি আমি এখানে চলে এসেছি।' বিরতি দিল জর্জ। 'তারপর থেকে আমি এখানেই আছি। ওরা আমাকে খাবার দিয়েছিল। কিন্তু খেতে পারিনি। শুধু ব্যাঙ আর ইঁদুর খাওয়া যায়?'

'তুমি বললে ওরা। এখানে স্নেকল ছাড়াও অন্য কেউ আছে নাকি?'

'আছে।'

'কত জন?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'সঠিক সংখ্যাটা বলো।'

'তা বলতে পারব না। তবে খুব বেশি নয়। এখানে আমাকে ধরে নিয়ে আসার পর ছ'টা গিরগিটি দেখেছি।

'গিরগিটি? ওরা নিজেদেরকে তাই বলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'হ্যাঁ, মি. স্নেকল বললেন ওরা বহু দূরলোকের বাসিন্দা। তবে ওদের সেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

'তাই এসেছে আমাদের পৃথিবী দখল করতে?' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি।

ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল জর্জ। 'না, উনি ঠিক সেরকম কিছু বলেননি।'

শিরদাঁড়া টানটান করল স্যালি। 'কিন্তু আসলে ওরা তাই চায়, ওরা অনুপ্রবেশকারী। ওদেরকে ধ্বংস করতে হবে। হয় ওরা বেঁচে থাকবে নয়তো আমরা।' জর্জকে মেঝে থেকে টেনে তুলল স্যালি। কাঁধে হাত রাখল। 'জর্জ, এখন পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে আমাদের ওপর। পৃথিবীকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। যদি সফল হই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সারাজীবন আমাদের পুজো করবে। আর ব্যর্থ হলে লাখ লাখ বছর ওদের নির্যাতন সয়ে দাস হয়ে থাকতে হবে।'

'সত্যি?' প্রশ্ন করল জর্জ।

স্যালি ওর কাঁধ থেকে হাত নামাল, পায়চারি শুরু করল ঘরে। 'এরকম ভিনগ্রহের দানব আমি আগেও দেখেছি। তবে ঠিক এরকম

চেহারা নয়। তবে কাছাকাছি। এদের মনে কোনো দয়ামায়া নেই। এরা শয়তানের পূজারী। এরা শুধু পৈশাচিক শক্তিকেই সমীহ করে।'

'মি. স্নেকল সত্যি তোমার গায়ে হাত তুলেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

মাথা ঘষল স্যালি। 'জর্জ, আমি তোমার সঙ্গে খোশগল্প করছি না। খুব জরুরি একটা কথা বলছি।' মি. স্নেকল ওর গায়ে হাত তোলেননি। তার গিরগিটিমার্কা ভয়ংকর চেহারা আর হাতের ভয়ংকর দর্শন সিরিঞ্জ দেখে আত্মা উড়ে গিয়েছিল স্যালির। ভয়ের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। তবে একথা তো আর জর্জকে বলা যাবে না। তবে জর্জ যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে ছেলেটার সাহস আছে। ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে জোরাজুরি করা চাট্টিখানি কথা নয়।

'কিন্তু আমরা ওদেরকে বাধা দেব কী করে?' জানতে চাইল জর্জ।

দরজার গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিল স্যালি। বাইরে থেকে বন্ধ। ভেতরে কোনো ডোরনব দেখা যাচ্ছে না।

'এ দরজা কীভাবে খোলে জানো তুমি?' প্রশ্ন করল জর্জ। 'এটা তালা মারা।'

দরজা থেকে এক পা পিছিয়ে এল স্যালি। 'মি. স্নেকলের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয় কখন?'

'বেশ কিছুক্ষণ আগে। উনি তোমাকে কোলে করে নিয়ে এলেন।'

স্যালি ঝুঁকল। টান মেরে পরনের সাদা গাউনের পাড় ছিঁড়ে ফেলল। 'গলা ফাটিয়ে চেঁচালে কেউ-না-কেউ আসবেই কী হচ্ছে দেখতে।' বলল সে।

জর্জ ওর কাণ্ড দেখে অবাক। 'তুমি জামা ছিঁড়লে কেন?'

'কেন ছিঁড়েছি নিজের চোখেই দেখতে পাবে। খুব চিল্লাচিল্লি করব আমরা, চিৎকার শুনে কেউ ভেতরে ঢোকামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল জর্জ। 'তোমাকে তো বলেইছি ওদের গায়ে সাংঘাতিক জোর। বেহুদা সময় নষ্ট হবে।'

'শোনো', বলল স্যালি। 'তুমি স্পুক্সভিলে নতুন এসেছ। জানো না এসব পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়। এসব আমার কাছে ডাল-ভাত। আমি যা বলি তা করো। দেখবে হিরো হয়ে গেছ।'

নার্ভাস দেখাল জর্জকে। 'আমি হিরো হতে চাই না। আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'তুমি চাইলেই তো আর গিরগিটি দানবরা তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে না। বাস্তবতা মেনে নাও, জর্জ। এরা শয়তান, ভিনগ্রহবাসী। এখান থেকে জলদি পালাতে না পারলে এরা আমাদেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। আর সম্ভবত তোমাকেই আগে খাবে।'

'কেন? আমাকে আগে খাবে কেন?'

'কারণ আমার চেয়ে অনেক বেশি নাদুসনদুস তুমি। এসো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করি। কেউ ভেতরে ঢোকামাত্র যা করতে বলব করবে। কোনো ভয় নেই।'

মাথা দোলাল জর্জ। 'শুধু মৃত্যু না হলেই হল।'

'স্পুক্সভিলে আমরা যারা বড় হয়েছি তারা মৃত্যুকে ভয় পাই না', বলল স্যালি। 'মৃত্যু আমাদের পুরোনো সঙ্গী।'

গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল ওরা। এক মিনিটের মধ্যে একটা গিরগিটির আবির্ভাব ঘটল। মুখটা সবুজ, কুৎসিত। হাতের জায়গায় লম্বা থাবা। খোলা মুখ দিয়ে গা ঘিনঘিনে সবুজ লালা গড়িয়ে পড়ছে। গিরগিটি মানবের পরনে টাইট সিলভার সুট। তবে দেখে মনে হল না সঙ্গে কোনো অস্ত্র আছে। লোকটাকে নিরস্ত্র দেখে আর সময় নষ্ট করল না স্যালি। গিরগিটির গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গিরগিটি মানব তাকে ছুড়ে ফেলে দিল জর্জের গায়ে।

দুজনে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। চলে গেল গিরগিটি।

স্যালি টলমল পায়ে সিধে হল। জর্জ মাথা ডলছে। সে ঠিকই বলেছে গিরগিটি মানবদের গায়ে অনেক জোর। হাতাহাতি লড়াইয়ে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। তবে এর হয়তো প্রয়োজনও হবে না। দরজার ফাঁকে সাদা গাউনের টুকরো আটকে রয়েছে দেখে হাসি ফুটল স্যালির ঠোঁটে। গিরগিটি মানবের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগমুহূর্তে

কাপড়ের টুকরোটা সে দরজার দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। আশা করল এবার দরজা খোলা যাবে। কাপড়ের টুকরোটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল স্যালি, জর্জকে কাছে আসার জন্য ইশারা করল।

'দরজাটাতে জোরে ধাক্কা মারলে হয়তো খুলে যাবে', বলল স্যালি। 'তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে এটা যেদিকে খোলে সেদিকটা লক্ষ্য করে জোরে ধাক্কা দেবে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও', বলল জর্জ। 'আমরা বাইরে গিয়ে করবটা কী?'

'জাহাজ দখল করে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরে যাব। তারপর এটাকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেব। দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিনিময়ে আমরা মেডেল অব অনার পাব। চাই কি কংগ্রেস বড় অঙ্কের টাকাও দিতে পারে।'

'কিন্তু জাহাজ দখল করব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

'জর্জ', ধৈর্য ধরে বলল স্যালি। 'তুমি বড্ড বেশি বকবক করো। এরকম পরিস্থিতিতে যখন পড়েছ সেরকমভাবে চলতে হবে, ঠিক আছে? আমি তিন গুনব। তিন গোনা মাত্র একসঙ্গে দুজনে ধাক্কা লাগাব জোরে। এক... দুই... তিন।'

স্যালি ঠিকই ধারণা করেছে। দরজাটা তালা মারা নয়। সাঁৎ করে ওরা বেরিয়ে এল। এবার স্পেসশিপ দখল করার পালা।

নয়

ওয়াচের তিনটি টেলিস্কোপ আছে, তিন রকমের। একটা বেশ বড়, নিউটোনিয়ান। গ্যারেজে এ মাইক্রোস্কোপটি বসিয়েছে ওয়াচ। এতে আয়না লাগিয়েছে ও, আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের মোটা টিউব। একটা ঘড়িও আছে, নক্ষত্রের গতিপথের পরিবর্তন বোঝা যায় এটা দিয়ে।

একটা ছোট রিফ্রাক্টর আছে, মাথায় লেন্সসহ। এটা দিয়ে নাকি ওয়াচ গ্রহের ছবি তোলে। তৃতীয় টেলিস্কোপটা আসলে বিনোকিউলারের বড় সংস্করণ। এটা দিয়ে আকাশে ধূমকেতু খুঁজে বেড়ায় ওয়াচ। ওর বন্ধুরা ওয়াচের তিনটা টেলিস্কোপ দেখে খুবই মুগ্ধ হল, বিশেষ করে ব্রাইস।

'রাতের বেলা এখানেই বোধহয় বেশি সময় কেটে যায় তোমার, না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'প্রায় প্রতি রাতেই এখানে আসি আমি', বলল ওয়াচ। সবচেয়ে ছোট টেলিস্কোপটা নিয়ে ব্যস্ত। রাত নেমেছে। মাথার ওপর হীরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বল করছে হাজারো নক্ষত্র। সিন্ডি ওয়াচের অন্ধকার বাসার দিকে ইঙ্গিত করল।

'তোমার বাসায় কেউ নেই?' জিজ্ঞেস করল ও। ওরা বাড়িতে ঢোকেনি, সোজা গ্যারেজে চলে এসেছে।

'না', জবাব দিল ওয়াচ। 'বাসায় কেউ নেই।'

এমনভাবে কথাটা বলল ও যে সবাই বুঝে গেল এ-ব্যাপারে আর কিছু বলতে চায় না ওয়াচ।

সবচেয়ে ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে বারকয়েক আকাশ দেখার পর বড় রিফ্রাক্টরের দিকে পা বাড়াল ওয়াচ। মাথার ওপরের আকাশের দিকে তাক করল। যন্ত্রটার আইপিস বদলাল। গভীর মনোযোগে আকাশ দেখল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, ব্রাইস।'

'ওটাকে দেখতে পেয়েছে?' জানতে চাইল ব্রাইস।

'হ্যাঁ', চশমা চোখে পরে নিল ওয়াচ, টেলিস্কোপ থেকে পিছিয়ে এল। 'তোমরাও ইচ্ছে করলে দেখতে পারো। তবে অসাধারণ কিছু নয়। আর দশটা তারার মতোই ওটাকে মনে হয়েছে আমার। তবে আমি জানি ওটা তারা নয়। ভিনগ্রহবাসীর জাহাজটা স্পুক্সভিলের ঠিক ওপরে স্থির একটা কক্ষপথে ঝুলে আছে।'

ওরা একে একে উঁকি দিল টেলিস্কোপে। ওয়াচ ঠিকই বলেছে। উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রের মতোই লাগছে ওটাকে। গোলাকার একটা আকৃতি।

'ওটা এখান থেকে কত দূরে রয়েছে বলে তোমার ধারণা?' ব্রাইস জিজ্ঞেস করল ওয়াচকে।

ওয়াচ জবাব দিল, 'ওটা একটা স্থির কক্ষপথে আছে। সম্ভবত পৃথিবী থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। দেড়-দুশো মাইল হবে হয়তো। আর ওটা মাদারশিপও হতে পারে। যদিও আমার মনে হয় না ভিনগ্রহবাসী তাদের মাদারশিপ নিয়ে এখানে চলে এসেছে । ওদের জায়গায় আমি হলে মূল বাহনটাকে সোলার সিস্টেমের কাছে রেখে একটা স্কাউটশিপ নিয়ে পৃথিবীতে চলে আসতাম।'

ব্রাইস ট্রান্সপোর্টারের সামনে গেল। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। 'এটা দিয়ে ভিনগ্রহবাসীর যানে যাওয়া যাবে না?'

'হয়তো যাবে', বলল ওয়াচ। 'এবং কীভাবে যেতে হয় তাও এখন আমরা জানি। সিন্ডিকে এখন আর মন খারাপ করতে হবে না। আমরা আর ইঁদুর পাঠিয়ে পরীক্ষা করব না। নিজেরাই যাব।'

'তাই ভালো', বলল সিন্ডি। মৃত ইঁদুরটার জন্য আমার এখনও মায়া লাগছে।

'মি. স্নেকল গত দুদিনে তার ব্যাকরুমে এরকম ইঁদুর অসংখ্য হত্যা করেছেন', থমথমে মুখে বলল অ্যাডাম।

'ভিনগ্রহবাসীদের এখানে আসার কারণ বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো কিছু আবিষ্কার করতে এসেছে', বলল ওয়াচ।

'পৃথিবী দখল করে নেয়ার মতলবেও আসতে পারে', মন্তব্য করল ব্রাইস। 'সবসময় মন্দ দিকটার কথাই আগে ভাবা উচিত। ট্রান্সপোর্টের টার্গেটে লক করা হলে আমি ওদের ওখানে যাব।'

'আমি ভাবলাম আমরা সবাই যাব', বলল অ্যাডাম।

'সবার যাওয়া ঠিক হবে না', বলল ব্রাইস। 'দুজন স্কুলে থাকবে আর দুজন শিপে যাবে।'

'তাহলে আমি ব্রাইসের সঙ্গে যাব', বলল অ্যাডাম।

'তোমরা সত্যি যাচ্ছ?' উদ্বিগ্ন দেখাল সিন্ডিকে। 'এ যন্ত্রটা কীভাবে কী কাজ করে আমরা কিছুই জানি না। তোমরা মহাশূন্যে বাষ্প হয়ে যেতে পারো। কিংবা স্পেসশিপের দেয়ালের সঙ্গে আটকে থাকাও বিচিত্র নয়।'

'এরকম ঘটতেই পারে', সায় দিল ওয়াচ।

'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে', ওয়াচকে বলল ব্রাইস। তুমি নিশ্চয় ট্রান্সপোর্টারকে সঠিকভাবে কো-অর্ডিনেট করবে। দরকার হলে আমি একাই যাব।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব', বলল অ্যাডাম। যদিও মহাশূন্যে বাষ্প হয়ে যাওয়া কিংবা স্পেসশিপের দেয়ালে আটকে থাকার সম্ভাবনার কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করছে। স্যালিকে উদ্ধার করতে হলে একজনের চেয়ে দু'জনে মিলেই বরং কাজটা ভালোভাবে করা যাবে।

'তবে তাই হোক', বলল ব্রাইস। 'আমি আর অ্যাডাম ফ্লাইং সসারে যাব। সিন্ডি আর ওয়াচ ফিরে যাবে স্কুলে মি. স্নেকলের খোঁজে।'

'ট্রান্সপোর্টার নিয়ে আমি এখানে থাকছি', জানাল ওয়াচ। 'কোনো সমস্যা হলে তোমাদেরকে জানাতে পারব।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যোগাযোগের তো কোনো উপায় নেই', বলল ব্রাইস। 'আর সিন্ডিকে একা স্কুলে পাঠানোও সম্ভব নয়। বিশেষ করে রাতের বেলা। ভয় নেই, আমি আর অ্যাডাম ফিরে আসার একটা ব্যবস্থা করবই।'

ওয়াচ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্রান্সপোর্টার নিয়ে। 'দেখি টেলিস্কোপ যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকে কোনো সংকেত পাঠাতে পারি কি না। যাওয়ার আগে এ-কাজটা করাই সবচেয়ে জরুরি।

সিন্ডি ব্রাইস এবং অ্যাডামের সঙ্গে কোলাকুলি করল। 'সাবধানে থেকো। ভিনগ্রহবাসী যেন তোমাদেরকে নিয়ে তাদের পৃথিবীতে চলে যেতে না পারে।'

কিছুক্ষণ পর ওয়াচ জানাল সে ফ্লাইংসসারের সঙ্গে ট্রান্সপোর্টার লক্ করতে পেরেছে। অ্যাডাম এবং ব্রাইস পাশাপাশি দাঁড়াল। যন্ত্রটা ওদের দিকে তাক করল ওয়াচ। সিন্ডি হাত নেড়ে আবার বিদায় জানাল। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সাবধানে কয়েকটা বোতাম টিপল ওয়াচ। ঝলসে উঠল নীল আলো। অ্যাডামের মনে হল আকাশ থেকে সমস্ত নক্ষত্র যেন ওদের দিকে ছুটে আসছে। ও পড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে— একই সঙ্গে এরকম অনুভূতি হল। মনে-মনে প্রার্থনা করল যেন ঠিকঠাকভাবে পৌঁছাতে পারে গন্তব্যে।

দশ

স্যালি এবং জর্জ পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবানদের দুজন, যদিও এ মুহূর্তে ঠিক পৃথিবীতে নেই ওরা। জেলের সেল থেকে পালিয়ে এসে একটা ঘরে লুকিয়েছে। ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে এটা গিরগিটি মানবদের অস্ত্রাগার। নানারকম অস্ত্রে চোখ বুলাতে বুলাতে স্যালি ভাবছিল ওয়াচ এসব অদ্ভুত অস্ত্র দেখতে পেলে কতই না খুশি হত। একটা লেজার রাইফেল তুলে নিল ও, কাঁধে রেখে দূরের দেয়ালের দিকে তাক করল ব্যারেল। জর্জ ভীত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাশে।

'এ জিনিসটা নিশ্চয় খুব শক্তিশালী', বলল স্যালি।

'বন্দুক ছুড়ো না যেন', সাবধান করে দিল জর্জ। 'স্পেসশিপের খোল ফুটো হয়ে যাবে।'

'তাই করা উচিত', বলল স্যালি। 'এই ভিনগ্রহবাসীগুলোকে থামানো দরকার। ওদেরকে থামানোর জন্য এ জাহাজ ধ্বংস করার প্রয়োজন হলে আমি তাই করব।'

শুকিয়ে গেল জর্জের মুখ। 'আমাদেরসহ?'

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু আমি তো ভেবেছি তুমি শুধু পালাতে চেয়েছ।'

স্যালি জর্জের কাঁধে হাত রাখল। 'আমরা যারা স্পুক্সভিলে থাকি তারা কখনও ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখি না, জাতীয় স্বার্থটাই আমাদের কাছে মুখ্য।'

'কিন্তু আমি তো তোমাদের শহরে মাত্র এলাম', বলল, 'সবে স্কুল শুরু করেছি। দ্বিতীয় পিরিয়ড পর্যন্ত করা হয়নি।'

অস্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে স্যালি বলল, 'এটাকে ওভারলোড করা যায় কিনা কে জানে?

‘তাহলে এটা বোমার মতো বিস্ফোরিত হবে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

আতঙ্ক বোধ করল জর্জ। ‘এখনই অমন কিছু করতে যেয়ো না। অন্তত পালাবার একটা চেষ্টা করতে দাও।’

হাসল স্যালি। তাকে রাখা হাত-সমান লম্বা একটা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। ‘অনেক প্রতিভাধর কিশোর-কিশোরীর মতো আমারও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। তবে আত্মহত্যাপ্রবণতা তার মধ্যে নেই। একান্ত বাধ্য না হলে এ জাহাজ আমি উড়িয়ে দেব না।’ ছোট অস্ত্রটা জর্জের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ‘এটা তোমার মতো সাইজের।’

বন্দুক হাতে নিল জর্জ, সন্দেহের চোখে দেখছে। ‘এই অস্ত্র দিয়ে মানুষ হত্যা করা যায় কি না কে জানে।’

‘হয়তো তার চেয়েও ভয়ংকর কাজ করা যায় কিন্তু আমরা তা জানি না’, বলল স্যালি। ‘তবে গিরগিটিরা বাধা দিতে এলে আমরা গুলি চালাব। বুঝতে পেরেছ?’

‘কিন্তু প্রাণীগুলোর সঙ্গে তো মাত্র সাক্ষাৎ হল। মারামারি শুরু করার আগে ওদের সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নিলে ভালো হয় না?’

‘যা জানার দরকার জেনে ফেলেছি’, বলল স্যালি। ‘ওরা ছদ্ম-পরিচয়ে আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে তারপর গায়ের জোরে অপহরণ করেছে। এরা শান্তিপ্রিয় নয়। ওরা আমাদের পৃথিবী দখল করতে চায়। তাছাড়া ওরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ওরা আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত ঠিকই সবকিছু দখল করে নেবে। না, আমাদের মন শক্ত করতে হবে, বেল্ট টাইট করতে হবে। এটা হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ।’

‘কিন্তু ওরা তো আমাদের বেল্ট খুলে নিয়ে গেছে’, বলল জর্জ। ‘কীভাবে টাইট করব?’

মুচকি হাসি ফুটল স্যালির ঠোঁটে। পরক্ষণে হাসিটা মুছে ফেলে দরজার দিকে পা বাড়াল। ‘আমার সঙ্গে এসো। আমি যা যা করতে বলব করবে। কোনো তর্ক করবে না। আমরা এ জাহাজ দখল করব।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্যালির পিছু নিল জর্জ, বিড়বিড় করে বলল, 'এর চেয়ে লসএঞ্জেলসেই ভালো ছিলাম। কেন যে মরতে স্পুক্সভিলে এলাম।'

ধূসর করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। কোনো গিরগিটি-মানব চোখে পড়ল না। কানে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জন। শব্দটা আগেও শোনা গিয়েছিল তবে এবার এ-ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠল স্যালি। আওয়াজটা ওদের পেছন এবং নিচে থেকে আসছে। জর্জকে বলল কান পেতে শুনতে।

'শব্দটা সম্ভবত ইঞ্জিনরুম থেকে আসছে', বলল স্যালি।

'তো?'

'বোকার মতো কথা বোলো না। জাহাজের শক্তির মূলকেন্দ্র হল ইঞ্জিনরুম। ইঞ্জিনরুম দখল করতে পারলেই কেল্লাফতে।'

'মানে?'

'তা বুঝে তোমার কাজ নেই', বলে ঘুরল স্যালি। 'আমার পাশে চলে এসো। গুলি করার জন্য প্রস্তুত হও। তবে যাই করো আমার গায়ে গুলি চালিয়ে বোসো না যেন।'

'আমার যথাসাধ্য করব।' অস্পষ্ট গলায় বলল জর্জ।

এক মিনিট পরেই ইঞ্জিনরুম দেখতে পেল ওরা। এটাই যে ইঞ্জিনরুম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এবং স্বচ্ছ একটি টিউব। ওর মধ্যে নিশ্চয় প্রচুর শক্তি লুকিয়ে আছে। টিউবের গায়ে বেগুনি আর নীল আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তিন মানুষ সমান লম্বা জিনিসটা। ওটার চারপাশে অত্যন্ত জটিল কন্ট্রোল প্যানেল দেখা যাচ্ছে। চারজন গিরগিটি-মানব টিউবের চার কোণায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্যালি আর জর্জ ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেও কেউ তা লক্ষ করল না।

'আমি ডানদিকেরটাকে গুলি করছি', ঘাড় না-ফিরিয়েই ফিসফিস করল স্যালি। 'তারপর বাকিগুলোকে বলব সারেন্ডার করতে।'

'গুলি করার কী দরকার?' বলল জর্জ। 'এমনি সারেন্ডার করতে বললেই তো হয়।'

মাথা নাড়ল স্যালি। 'ওদেরকে ভয় দেখাব।'

জর্জের কণ্ঠ অপ্রত্যাশিতভাবে কঠোর শোনাল, 'কিন্তু পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করা কেবল কাপুরুষেরই শোভা পায়।'

বিরক্ত হল স্যালি। 'তুমি ওদেরকে যতটা ভদ্র ভাবছ ততটা ভদ্র ওরা নয়। ওরা হল হামলাকারী। এখন বকবক বন্ধ করো। আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে দাও। ভুলে যেয়ো না আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি।'

কিন্তু জর্জ মুখ বন্ধ করল না। 'আরেকটা ব্যাপার, স্যালি। ওরা ইংরেজি নাও জানতে পারে। তুমি ওদেরকে সারেন্ডার করতে বলছ, ওরা তা নাও বুঝতে পারে।'

স্যালি লক্ষ্য স্থির করল। 'আমি আকার-ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দেব।'

গুলি করল ও। রাইফেলের ব্যারেল থেকে সবুজ রঙের বিদ্যুৎশিখা বেরিয়ে এল। আঘাত হানল ঘরের ডানপ্রান্তে দাঁড়ানো গিরগিটি মানবের পিঠে। একটা আর্তচিৎকার দিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। অন্যরা ঘুরে দাঁড়াল। কারও হাতে অস্ত্র নেই। বিমূঢ় হয়ে গেছে তারা ঘটনার আকস্মিকতায়। ওরা সরে যাওয়ার আগেই লাফিয়ে খাড়া হল স্যালি। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে রাইফেল বাগিয়ে ধরে ছুটে গেল ওদের দিকে।

'হাত মাথার ওপর তোলো শয়তান দানবের দল।' চেঁচাল স্যালি। 'আমি আমেরিকার স্পুক্সভিল শহরের সারাহ্ উইলকক্স। আমার কাছে ক্ষমা চেয়েও লাভ হবে না। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ো মেঝেতে। হাত মাথার ওপর থাকবে।'

স্যালির কথা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে ওরা। পরস্পরের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। তারপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। হাত রইল মাথার ওপরে। গুলি-খাওয়া ভিনগ্রহবাসীর সামনে চট করে চলে এল স্যালি। লাথি কষাল ওটার গায়ে। গুঙিয়ে উঠল গিরগিটি-মানব। মরেনি। জর্জকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেজায় বিরক্ত হল স্যালি।

'জর্জ।' চেঁচাল স্যালি। 'তোমার গাউনটা খুলে ছিঁড়ে কয়েক টুকরো রশি বানাও। তারপর এগুলোর হাত-পা বেঁধে মুখের মধ্যে কাপড় ঢুকিয়ে দাও।

চোখ পিটপিট করতে করতে ঘরের মাঝখানে চলে এল জর্জ। শরীরের পাশে লেজার-গান ঝুলছে। 'আমার পোশাক ছিঁড়তে হবে কেন? তোমারটা ছিঁড়তে পারো না?'

'আরে গাধা, আমি তো মেয়ে। বকবক না করে যা করতে বলেছি করো। লজ্জার কিছু নেই। গাউনের নিচে তো আন্ডাওয়্যার পরাই আছে।' স্যালি হাঁটু মুড়ে বসে থাকা তিন গিরগিটির মানবের একজনের সামনে চলে এল। বন্দুক চেপে ধরল তার মাথায়। অত্যন্ত কুৎসিত চেহারা এটার। সবুজ চোখে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্যালির দিকে। বন্দুক দিয়ে গুঁতো মারল স্যালি। 'ইংরেজি জানো?'

মাথা ঝাঁকাল গিরগিটি-মানব।

'বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ভিনগ্রহবাসী।

রাইফেল তুলে কন্ট্রোল প্যানেল দেখাল স্যালি। 'ওখানে যাও। তোমাদের ব্রিজের সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলো সারাহ্ উইলকক্স তোমাদের ইঞ্জিনরুম দখল করে নিয়েছে।'

জর্জ সাদা গাউনটা খুলে ফেলেছে। ছিঁড়তে ব্যস্ত। বলল, 'আমার কী হবে? কিছু ক্রেডিট তো আমারও পাওনা আছে।'

'তোমাদের মতো শান্তিবাদীদের নিয়ে এই হল সমস্যা', বলল স্যালি। 'যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সবসময় মেডেল চাও।' গিরগিটি-মানবের দিকে ফিরল সে। বন্দুক মাথায় ঠেকিয়ে হুমকি দিল। 'হয় আমার মেসেজ পৌঁছে দাও নয়তো গুলি করব। তোমাদের দলের কেউ যদি এখানে এসে ঝামেলা পাকাতে চায় তাহলে আমি এই টিউবে গুলি করে উড়িয়ে দেব জাহাজ। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল গিরগিটি-মানব। একটা বোতাম চেপে ছোট লাল একটা বাক্সে মুখ লাগিয়ে কথা বলল। কথা মানে সাপের মতো হিসহিসানি। একটা শব্দও বুঝতে পারল না স্যালি। গিরগিটি-মানবের কথা শেষ হলে ইঞ্জিনরুমের পেছনের জানালার দিকে ইঙ্গিত করল স্যালি। জানালা দিয়ে পৃথিবী দেখা যাচ্ছে।

'আমি ওখানে নামব', বলল ও।

মাথা নাড়ল গিরগিটি-মানব।

স্যালি রাইফেল তুলে লোকটাকে দু'চোখের মাঝখানে তাক করল। 'হ্যাঁ। নামাও।'

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল লোকটা। ইতস্তত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল স্যালি। 'কোথায় নামব জানতে চাইছ?'

মাথা দোলাল গিরগিটি-মানব। ধীরে ধীরে রাইফেল নামাল স্যালি। 'আমরা নির্জন কোনো জায়গায় ল্যান্ড করব। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল গিরগিটি-মানব।

'আফ্রিকা। সাহারা ছাড়া এ মহাদেশের অন্য যে-কোনো জায়গায়। বালু আর গরম আমার একেবারেই সয় না। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোলে ফিরে গেল গিরগিটি-মানব।

স্যালি তার পাশেই রইল, দেখছে লোকটা কী করে।

'উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে এ জাহাজ উড়িয়ে দেব আমি। আমরা মহান মানুষ। আমরা অন্যদের বাঁচাতে সানন্দে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।'

'সানন্দে নয়', বিড়বিড় করল জর্জ, সে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা দুই ভিনগ্রহবাসীকে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলছে। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আরেক গিরগিটি-মানবের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্যালি জর্জকে বলল লোকটাকে ভালো করে বেঁধে ফেলতে। নিজেকে ওর শক্তিধর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ওর হাতের মুঠোয়। পাশে দাঁড়ানো গিরগিটি-মানব স্যালির নির্দেশমতো কাজ করছে। জানালা দিয়ে স্যালি দেখতে পেল পৃথিবীর ভৌগোলিক চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে, ক্রমে কাছিয়ে আসছে ধরিত্রী। ওরা আফ্রিকার দিকে চলেছে।

স্যালি নির্জন, পরিত্যক্ত কোনো জায়গায় নামতে চাইছে, কারণ ওর ভয় মার্কিন বিমানবাহিনীর রাডারে এ ফ্লাইংসসারের অস্তিত্ব ধরা পড়লে তারা এটাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে সে আর জর্জ পৃথিবীর বুকে নিরাপদে নামতে পারলেও ভিনগ্রহবাসীদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গিরগিটি-মানবরা খুব বিপজ্জনক। এদেরকে ধ্বংস করতেই হবে।

কিন্তু মানুষ এবং ভিনগ্রহবাসীর সবচেয়ে সেরা পরিকল্পনারও অনেক সময় বাস্তবায়ন ঘটে না, পরিবর্তন হয়। ইঞ্জিনরুমের জানালাটা আসলে জানালা নয়, ভিউয়িং স্ক্রিন বা ছবি দেখার পর্দা। এতক্ষণ আফ্রিকার ছবি দেখা যাচ্ছিল পর্দায়। এবার সে ছবি মুছে গিয়ে পর্দায় ফুটে উঠল অ্যাডাম আর ব্রাইসের চেহারা। দুজনের পাশে দুজন গিরগিটি-মানব, ওদের মাথায় তাক করে রেখেছে বন্দুক।

'আরে তোমরা!' খুবই অবাক হল স্যালি। 'তোমরা এখানে কী করছ?'

'আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করতে এসেছি।' বলল অ্যাডাম। আড়চোখে দেখল ওদের আটককারীদের। 'কিন্তু আমরা এদের কন্ট্রোলরুমে ঢোকামাত্র আমাদেরকে বন্দি করে ফেলেছে।'

'এখানে আসা তোমাদের উচিত হয়নি', বলল স্যালি।

'কিন্তু না-এসে উপায়ও ছিল না', বলল ব্রাইস।

'হাই', জর্জ হেঁটে গেল পর্দার সামনে।

'জর্জ', খুশি-খুশি গলায় বলল অ্যাডাম। 'আমরা ভেবেছি তুমি মারা গেছ।'

'আমাকে মারা অত সহজ নয়।' বলল জর্জ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যালি। 'উহ্, ছেলেটা যা বকবক করতে পারে!'

'স্যালি', বলল অ্যাডাম। 'একটা সমস্যা হয়েছে। এই ভিনগ্রহবাসীরা তেমন ইংরেজি জানে না। তবে তোমরা যে ইঞ্জিনরুম দখল করে নিয়েছ তা ঠিকই বোঝাতে পেরেছে।'

'ওরা ঠিকই বলেছে', বলল স্যালি। 'আমি এই মুহূর্তে আফ্রিকার দিকে চলেছি।'

'আফ্রিকা কেন?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'কারণ আমি সিংহ এবং হাতি ভালোবাসি', জবাব দিল স্যালি।

'স্যালি', আটককারীর দিকে কটমট করে আরেকবার তাকিয়ে জরুরি গলায় বলল অ্যাডাম। 'ভিনগ্রহবাসীরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে তোমরা আত্মসমর্পণ না করলে ওরা আমাদেরকে গুলি করবে।'

'তোমাদের কাকে আগে গুলি করবে বলেছে কিছু?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।'

'আমি জানতাম ও এরকম কথাই বলবে', ঘোঁতঘোঁত করে উঠল ব্রাইস।

অ্যাডাম মুখ শুকনো করে বলল, 'ওরা সিরিয়াস, স্যালি।'

ইতস্তত করল স্যালি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'আমি বুঝতে পারছি।' নরম গলায় বলল ও। 'আমাকে কী করতে বলো, অ্যাডাম?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না', বলল অ্যাডাম। 'তুমি আর জর্জ মিলে চমৎকার এগোচ্ছিলে। মাঝখানে আমরা এসে তোমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিলাম। তোমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলতে পারি না আমি। বুঝতেই পারছ ওদের কথা না-শোনার পরিণতি কত ভয়ংকর হতে পারে।'

তবে স্যালি বুঝতে পেরেছে। 'গোটা পৃথিবীর পরিণতিই ভয়ংকর হতে পারে।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'আমাদের ক'জনের জীবনের চেয়ে পৃথিবীর মূল্য অনেক বেশি।'

'ব্যাপারটা নির্ভর করে তুমি এটা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছ তার ওপর।' বলল জর্জ।

আফ্রিকার উদ্দেশে যে গিরগিটি-মানব জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার মাথার ওপর থেকে বন্দুক সরাল স্যালি। আবার তাক করল পাওয়ার টিউবে। নীল আলো ঝলসাচ্ছে ওটার গা থেকে।

'তোমাদের গার্ডদেরকে বলো', ভয়ংকর শোনাল স্যালির কণ্ঠ। 'তোমাদের ওপর সর্বক্ষণ চোখ রাখতে চাই আমি। আমার চোখের আড়ালে তোমাদেরকে নিয়ে গেছে কি আমি তোমাদেরকেসুদ্ধ এ জাহাজ উড়িয়ে দেব।'

'তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল ব্রাইস।

কঠিন একটুকরো হাসি ফুটল স্যালির ঠোঁটে। 'মানবসভ্যতা রক্ষার প্রশ্নে আমি কখনও ঠাট্টা করি না।'

এগারো

সিন্ডি এবং ওয়াচ স্কুলে এসে দেখল মি. স্নেকল সায়েন্স ক্লাসের পেছনে একটা ইঁদুরের খাঁচার পাশে বসে আছেন। অন্ধকার রাত। চুপিসারে ওরা তার কাছে চলে এল। মানুষের ছদ্মবেশে আছেন মি. স্নেকল। ভবনের কিনার দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ওরা।

সিন্ডি বমি আসার ভঙ্গিতে বলল, 'লোকটা জ্যান্ত ইঁদুর খায় ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে।'

'তুমি বোধহয় মি. স্নেকলের ওপর একটু বেশি অবিচার করে ফেলছ', বলল ওয়াচ। 'আমরা হ্যামবার্গার খাই। কিন্তু হ্যামবার্গার কীভাবে তৈরি করা হয় ভেবে দেখেছ কখনও? আগে গরু জবাই করা হয় তারপর ওটাকে টুকরো করা হয়। শেষে বানানো হয় হ্যামবার্গার। এত কিছু চিন্তা করলে হ্যামবার্গার খাওয়াই ছেড়ে দিতে হবে। খেতে হবে শুধু শাকসব্জি।'

মুখ ভেংচাল সিন্ডি। 'তুমি কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মি. স্নেকল আর তার ভিনগ্রহের বন্ধুরা লোক ভালো নয়। তারা হামলাকারী। ওরা চোরের মতো এখানে এসেছে। ধরে নিয়ে গেছে আমাদের দুজন বন্দুকে।'

'ওরা হামলা করতে এসেছে কি না তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই', বলল ওয়াচ। 'ওদের প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নতমানের। ওরা পৃথিবী দখল করতে চাইলে কাজটা খুব বেশি কঠিন হবে বলে মনে হয় না। আমরা আসলে অনুমানে অনেক কিছু বলি। মি. স্নেকলকে দ্যাখো— কেমন হতাশ মনে হচ্ছে না?'

'সম্ভবত টের পেয়েছেন আমরা তার ট্রান্সপোর্টার চুরি করেছি', বলল সিন্ডি।

'হতে পারে', বলল ওয়াচ। 'তবে আমার মন বলছে এমন কিছু ঘটেছে যেজন্য মি. স্নেকলকে এরকম লাগছে। লোকটার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'তুমি গেলে আমিও যাব।'

ওয়াচ মোটা চশমার আড়াল দিয়ে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে দেখল সিন্ডিকে। 'তোমার সত্যি অনেক সাহস।'

হাসল সিন্ডি। 'মেয়েদের তুলনায় বেশি সাহস বলতে চাইছ?'

তোতলাল ওয়াচ। 'না মানে হ্যাঁ।'

সিন্ডি ওর হাত স্পর্শ করল। 'ঠিক আছে। অপ্রস্তুত হতে হবে না। আমি স্যালি নই যে উল্টোপাল্টা কিছু বলে দেব। জানো, গতকাল অ্যাডামকে কী বলতে চেয়েছিলাম?'

'ধারণা করতে পারছি না', বলল ওয়াচ।

'বলতে চেয়েছি আমি ওকে খুব পছন্দ করি। এরপরে কী হয়েছে, জানো?'

'ধারণা করতে পারছি।'

'লজ্জায় টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে সে। এর মানে বুঝতে পারছ ও আমাকে পছন্দ করে?'

'অবশ্যই বুঝতে পারছি', বলল ওয়াচ।

'কিন্তু মাঝে মাঝে ওর আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে যাই', বলল সিন্ডি, 'ও আমার বন্ধু হয়ে থাকতে চায় আবার একই সঙ্গে একটা দূরত্বও রেখে চলতে চায়। এর মানে কী?'

'এর মানে ওর বয়স কম— মাত্র বারো বছর।'

'আমারও তো বারো বছর', বলল সিন্ডি।

এবার ওয়াচ হাসল। 'হ্যাঁ, তবে তুমি মেয়ে আর ও ছেলে। চলো, মি. স্নেকলের সঙ্গে কথা বলি।'

ওরা কাছে এগিয়ে গেলেও চোখ তুলে চাইলেন না মি. স্নেকল। খাঁচার ইঁদুরের দিকেও তার নজর নেই। মাথা নিচু করে বসে আছেন, সম্ভবত চোখ বুজে কিছু ভাবছেন। ওরা নাম ধরে ডাকল।

'মি. স্নেকল', নরম গলায় বলল সিন্ডি। 'আমি সিন্ডি ম্যাকি। আর ও আমার বন্ধু ওয়াচ। আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

ওদের দেখেও চমকালেন না মি. স্নেকল। আস্তে আস্তে মাথা তুলে চাইলেন। 'হ্যালো', সাদামাটা গলায় বললেন তিনি। কাছে এগিয়ে এল সিন্ডি আর ওয়াচ। 'আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মি. স্নেকল। 'তোমরা জানো আমি তোমাদের স্যার নই।'

'তা জানি', বলল ওয়াচ। 'আমরাই আপনার ট্রান্সপোর্টার চুরি করেছি। আপনার জাহাজ যে এ-শহরের আকাশে আছে তাও জানি।'

এবার সোজা হয়ে ওদের দিকে তাকালেন মি. স্নেকল। তবে তার সবুজ চোখজোড়া আগের মতো উজ্জ্বল নয়। 'এ মুহূর্তে ওটা এ শহরে।'

চেহারায় উদ্বেগ ফুটিয়ে ওয়াচের দিকে একবার তাকাল সিন্ডি। 'কিন্তু আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা কি মহাশূন্যে চলে গেছে?'

'আমরা ওদেরকে ট্রান্সপোর্ট করার সময় স্পেসশিপ আমাদের শহরের ওপরই ছিল।' জোরগলায় বলল ওয়াচ। 'মি. স্নেকল বোধহয় বলতে চাইছেন ওটা এখন আর আগের জায়গায় নেই।' থামল ওয়াচ। তাকাল মি. স্নেকলের দিকে। 'তাই না, স্যার?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন মি. স্নেকল। 'আমি নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারব না।'

লোকটাকে এমন বিষণ্ন আর বিধ্বস্ত লাগছে ওদের কেমন মায়া লেগে গেল। মি. স্নেকলের পাশ ঘেঁষে বসল দুজনে। 'আপনি এখানে কেন এসেছেন বলবেন?' নরম গলায় জানতে চাইল সিন্ডি।

প্রকাণ্ড হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন মি. স্নেকল। 'এসেছি কারণ এ ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।'

'আপনাদের গ্রহে কোনো সমস্যা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'হ্যাঁ', অবশেষে মুখ তুলে চাইলেন মি. স্নেকল। 'তবে তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

'কিন্তু সম্ভব হলে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই', বলল সিন্ডি। 'সব কথা খুলে বলুন আমাদেরকে।'

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন মি. স্নেকল, ফুসফুসে হিস্‌স্‌ শব্দ উঠল।

'বেশ', বললেন তিনি। 'তবে জানি না আমাদের লোকগুলোকে কীভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। তোমরা নিজেরাই তো দেখলে তোমাদের চেয়ে আমাদের প্রযুক্তি কত বেশি উন্নত। কিন্তু তবু আমাদের সোলার সিস্টেমের দিকে ছুটে আসা একটা ধূমকেতুকে আমরা ধ্বংস করতে পারিনি। অ্যান্টি-ম্যাটার বোমা দিয়ে ওটার গতিপথ বদলে দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। বোমার আঘাতে ধূমকেতু ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু প্রকাণ্ড আকারের অন্তত ডজনখানেক টুকরো আমাদের গ্রহকে আঘাত হানে। আমাদের উষ্ণ এবং সুন্দর গ্রহটি রাতারাতি অন্ধকার, ঠাণ্ডা এক বিরান গ্রহে পরিণত হয়। ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কোটি কোটি টন পানি বাষ্প হয়ে আমাদের পৃথিবীটাকে ঢেকে দেয় মেঘে। ঝরতে থাকে অবিরাম ধুলো, সূর্যের আলো প্রবেশের আর সুযোগ পায় না আমাদের গ্রহে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মি. স্নেকল। 'আমাদের মানুষ মরতে শুরু করে। এই-যে আমি কথা বলছি এ মুহূর্তে মানুষ মরছে ওখানে। ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে মাত্র অল্প কয়েকটি স্পেসশিপ রক্ষা পেয়েছে। ওগুলোকে পাঠানো হয়েছে অন্য কোনো পৃথিবীর সন্ধানে যেখানে আমরা বেঁচে থাকতে পারব।'

সিন্ডি সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করল। 'আমরা আপনাদের দুর্দশা বুঝতে পারছি। কিন্তু এ পৃথিবীতে তো আমরা থাকছি। আপনারা আরেকটা পৃথিবী খুঁজে নিতে পারেন না?'

আরেকবার স্থিরদৃষ্টিতে ওদেরকে দেখলেন মি. স্নেকল।

'তোমরা আমাদেরকে ভুল বুঝছ। তোমাদের গ্রহ জোর করে দখল করার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। এটা আমাদের সবচেয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ হবে।'

'একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না', বলল ওয়াচ। 'কিন্তু আপনারা তো আমাদের পৃথিবীতে থাকার জন্যই এসেছেন।'

প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকালেন মি. স্নেকল। 'কিন্তু এজন্য কি তোমরা আমাদেরকে দোষ দিতে পারো? একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছি আমরা। প্রতিদিন আমাদের শিপ তোমাদের পৃথিবী চক্কর দিচ্ছে, আর সেই সময় আমাদের গ্রহে কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু আপনি স্পুক্সভিলে এলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'সায়েন্স টিচারের ছদ্মবেশ নেয়ারই বা প্রয়োজন কেন পড়ল? আর সারাক্ষণ কেন বলতেন আমাদেরকে প্রাণীশরীর ব্যবচ্ছেদ করতে হবে?'

'আমাকে এ স্কুলে পাঠানো হয়েছে সাইকোলজিক্যাল আর সোশিওলজিক্যাল গবেষণার জন্য।' জবাব দিলেন মি. স্নেকল। 'তোমরা বোধহয় বুঝতে পেরেছ আমরা সরীসৃপ ধরনের একটা জাতি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে ছোট ছোট প্রাণী ধরে খেতেই হয়। আমি চেয়েছি ছাত্ররা জানুক সরীসৃপরা কীভাবে জীবন ধারণ করে। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে দেখতে তোমরা আমাদের লাইফস্টাইল দেখে কীরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করো।'

'আপনি তো আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন', বলল ওয়াচ।

'কিন্তু আপনি জর্জকে খুন করলেন কেন?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'আমি জর্জকে খুন করিনি। সে আমাদের জাহাজে আছে সারাহ্‌র সঙ্গে। জর্জকে আমাদের জাহাজে নিতে চেয়েছিলাম কারণ ওকে সাংঘাতিক সংবেদনশীল মানুষ মনে হয়েছিল। ভেবেছি ও যদি আমাদের জীবনপদ্ধতি দেখে, এটাকে মেনে নিতে পারে তাহলে মানব জাতিও হয়তো আমাদেরকে মেনে নিতে পারবে।'

'কিন্তু আপনাকে খুব অসহায় লাগছে', বলল ওয়াচ। 'আপনাদের গবেষণা কি ব্যর্থ হয়ে গেছে?'

গুঙিয়ে উঠে মাথা নিচু করে ফেললেন মি. স্নেকল। 'ওরা ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের জাতি ইতিমধ্যে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমাদের পৃথিবীটা বসবাসের জন্য খুব সুন্দর। অথচ তোমরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছ।'

'না', প্রতিবাদ করল সিন্ডি। 'বরং জর্জকে কিডন্যাপ করে আপনারাই আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। আমরা আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি করিনি।'

ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'স্যালি?'

সিন্ডি ঘুরল ওর দিকে। 'কী?'

'তোমার বন্ধু ঠিকই বুঝতে পেরেছে', বললেন মি. স্নেকল। 'সারাহ্ আমাদের জাহাজের একাংশ দখল করে নিয়েছে। আমার লোকরা ঘটনাটা আমার কম্যুনিকেটরের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। এরপর ওরা রেঞ্জের বাইরে চলে যায়। মেয়েটা আমাদের জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। তবে তার আচরণে আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি তোমরা আমাদেরকে কখনোই গ্রহণ করতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনারা আরেকটা গ্রহ খুঁজে নিলেই পারেন যেখানে আপনাদেরকে গ্রহণ করে নেয়া হবে?' বলল ওয়াচ।

'আমরা অনেক খুঁজেছি। আমাদের হাতে সময় খুব কম। না, এরকম একটা গ্রহ খুঁজে পাবার আগেই সমূলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' আবার মাথা নিচু হয়ে এল মি. স্নেকলের। মনে হল কাঁদছেন। 'আমরা শেষ হয়ে গেছি।'

'মন খারাপ করবেন না', সিধে হল ওয়াচ। 'এ পৃথিবীতে আপনারাও যাতে থাকতে পারেন তার উপায় এখনও আছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তবে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে হলে আগে আপনাদের জাহাজে আমাকে যেতে হবে। আমি আমার বাড়িতে ট্রান্সপোর্টার রেখে এসেছি। আপনি আমাদেরকে আপনাদের জাহাজে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

মুখ তুলে চাইলেন মি. স্নেকল। সবুজ চোখে জ্বলে উঠল আশার আলো। 'হ্যাঁ, পারব যদি সারাহ্ ইতিমধ্যে জাহাজ উড়িয়ে না দিয়ে থাকে। আমি শুনেছি ওরা আফ্রিকায় যাচ্ছে।'

সিন্ডিও সিধে হল। 'ল্যান্ড করার জন্য হাস্যকর একটা জায়গা।'

'আমাদের স্যালির ওরকম জায়গাই পছন্দ', মন্তব্য করল ওয়াচ।

বারো

গিরগিটি-মানবদের স্পেসশিপে যেন নরক ভেঙে পড়ল। স্যালি ওদেরকে জাহাজ নিয়ে আফ্রিকায় যেতে বাধ্য করল। আফ্রিকার মাটিতে নামার পর স্যালির আদেশে গিরগিটি-মানব স্পেসশিপের সমস্ত দরজা খুলে দিল। ওরা যেখানে জাহাজ নামিয়েছে তার পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল একপাল সিংহ। ইঞ্জিনরুমে গিরগিটি-মানবদের বন্দুক-হাতে পাহারা দেয়ার সময়ও সিংহের গর্জন শুনতে পাচ্ছিল জর্জ আর স্যালি। কয়েকটা সিংহ বোধহয় ঢুকে পড়েছিল জাহাজের ভেতরে। হামলাও চালিয়েছে ভিনগ্রহবাসীর ওপর। তাদের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। তারপর শোনা গেল লেজার-গানের গুলিবর্ষণের শব্দ। পর্দায় দেখা গেল কন্ট্রোলরুম এখনও খালি। সিংহ ঢোকেনি এ ঘরে। ব্রাইস এবং অ্যাডামকে পাহারা দিতে থাকা গার্ডদের চেহারায় ফুটে উঠল ভয়।

'তুমি দরজা খুলে সিংহ ভেতরে ঢোকালে কেন?' জানতে চাইল ব্রাইস।

'আমি ওদেরকে ভয় দেখাতে চেয়েছি', জবাব দিল স্যালি। অ্যাডাম পর্দার বাইরে কী যেন একটা দেখতে পেল। সম্ভবত সিংহ। চলে এসেছে দোরগোড়ায়। 'ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না', বলল সে।

'জাহাজ থেকে নামা দরকার', বলল স্যালি। 'তবে গিরগিটি-মানবদেরকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।'

'একথা কি আমরা সিংহগুলোকে বলব?'

ভীত শোনাল ব্রাইসের কণ্ঠ। 'দরজার বাইরে একটা সিংহ বোধহয় একটা গিরগিটি-মানবকে ধরে খাচ্ছে।'

অ্যাডামের পেছনের গার্ড তার হাতের অস্ত্র দিয়ে ধাক্কা মারল ওকে। মেঝেতে ছিটকে পড়তে গিয়েও অ্যাডাম সামলে নিল নিজেকে। 'ওরা চাইছে তোমরা ইঞ্জিনরুম থেকে চলে যাও।' বলল ও। 'এবার বোধহয় গুলি শুরু করে দেবে।'

'ব্রাইসকে আগে গুলি করতে বলো', বলল স্যালি।

'আর এ মেয়ের জন্য কি না আমি দুশ্চিন্তায় মরি', বিড়বিড় করল ব্রাইস।

আবার পর্দার পেছনে তাকাল অ্যাডাম। দরজা ঠেলে একটা সিংহ ঢুকল। একটা গার্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আরও সিংহ আসছে। সর্বনাশ!

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল পর্দা।

অনেকক্ষণ পর্দার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল স্যালি।

জল ভরে গেল চোখে। তবে কাঁদবে না স্যালি, প্রতিজ্ঞা করল।

জর্জ চলে এল স্যালির পাশে। 'আমি খুবই দুঃখিত।' করুণ গলায় বলল সে।

'ওরা এখনও মরেনি।' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'ওদের অনেক সাহস। অল্প কয়েকটা সিংহ ওদের কিছু করতে পারবে না।'

তবে স্যালির কথা শুনে ভরসা পেল না জর্জ। 'আমরা এখন করব কী?'

অস্ত্র কাঁধে তুলে নিল স্যালি। 'ওদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আমাদের বন্দিদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কন্ট্রোলরুমে ঢুকতে না পারলে নেমে পড়ব শিপ থেকে। সিংহদের হাতে ছেড়ে দেব এটাকে।'

'বাইরে আরও সিংহ থাকতে পারে', সাবধান করে দিল জর্জ।

'আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। ওদেরকে হটিয়ে দেব।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল জর্জ, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'হ্যাঁ। যদি জলদি করতে পারো।'

'আমি জানি তুমি এসব বিপজ্জনক অভিযানে অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি ভুল করছ না তো? মানে আমি বলতে চাইছি সিংহগুলোকে ভেতরে ঢুকতে দেয়াটা বোকামি হয়ে গেল কি না?'

জর্জকে কষে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল, শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। 'আমি ছোটখাটো অনেক ভুল থেকে অনেককিছু শিখেছি। তবে এ ঘটনার শেষ না-হওয়ার আগেই আমার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেই খুশি হব।'

'ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে হয়', মন্তব্য করল জর্জ।

'তাহলে বেহেশতে গিয়ে আমাকে বকা দিয়ো। এই গিরগিটি-মানবগুলোর বাঁধন খুলে দাও। তারপর চলো কন্ট্রোলরুমে যাই।'

গিরগিটি-মানবদের বাঁধন খুলতে সময় লাগল না তবে ইঞ্জিনরুম থেকে এদেরকে কেন চলে যেতে হবে বোঝাতে রীতিমতো বেগ পেতে হল। ভিনগ্রহবাসীরাও সিংহের গর্জন শুনেছে। জায়গা থেকে সরতে ভয় পাচ্ছে। জর্জ থাকবে সামনে, পেছনে স্যালি, মাঝখানে ভিনগ্রহবাসীরা, একথা বলার পর তারা ইঞ্জিনরুম ছেড়ে যেতে রাজি হল। স্যালি জর্জকে হুকুম দিল কোনো সিংহ ওদেরকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে যেন সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি করে। এবার আর স্যালির সঙ্গে তর্ক করল না জর্জ।

দরজা খুলল ওরা। লাফিয়ে নেমে এল বাইরে।

স্যালি চোখের পলক ফেলার আগেই তিনটা সিংহকে গুলি করে ফেলে দিল জর্জ।

'চমৎকার শুটিং', মুগ্ধ স্যালি। 'তোমার বেঁচে থাকার আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

কিন্তু করিডোরের দুপাশ থেকে সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছিল। 'কোন্ দিকে যাব?' জানতে চাইল জর্জ।

'চলতে থাকো', বলল স্যালি। 'চোখ-কান খোলা রাখো।'

করিডোরে মোড় নিতেই এক ডজনেরও বেশি সিংহের দলের মধ্যে পড়ে গেল ওরা। স্যালির সঙ্গে গুলি চালাতে লাগল জর্জ। তবে পরিষ্কার বোঝা গেল এদেরকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ভয়ের চোটে গিরগিটি-মানবরা করিডোরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। এখন আর কেউ কাউকে পাহারা দিচ্ছে না। সবাই জান বাঁচাতে ব্যস্ত।

দিশেহারা হলেও গিরগিটি-মানবরা প্রাণরক্ষার তাগিদেই বাইরে যাওয়ার দরজা লক্ষ্য করে ছুটল। ওদের পেছন পেছন জর্জ এবং স্যালি। দরজা খুলে ওরা নেমে পড়ল আফ্রিকার মাটিতে।

প্রচণ্ড উত্তাপের দেশ আফ্রিকা। মাটি ফুঁড়ে তীব্র তাপ বেরুচ্ছে। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। তবে কিছু সবুজ চোখে পড়ল। দূরে কয়েকটা ন্যাড়া ঝোপঝাড় আর গাছপালা। উত্তাপে মনে হল কাঁপছে। তবে আশপাশে কোনো সিংহ চোখে পড়ল না। সম্ভবত সিংহদের পুরো দলটা স্পেসশিপে ঢুকে পড়েছে।

'সিংহগুলো বোধহয় মজা করে এয়ারকুলারের বাতাস খাচ্ছে', মন্তব্য করল জর্জ।

'না', বলল স্যালি। 'ওরা মজা করে মানুষের মাংস খাচ্ছে।'

একটা গিরগিটি-মানবকে দেখতে পেল ওরা বাইরে। একে ওরা পাহারা দিচ্ছিল। তবে ব্রাইস বা অ্যাডামের কোনো চিহ্ন নেই। স্যালি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ওর বুকটা খাঁখাঁ করছে। জর্জ স্যালির কাঁধে সহানুভূতির হাত রেখে বলল, 'তুমি নিজেই বলেছ ওদের অনেক সাহস। সিংহ ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

স্যালি জর্জের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর রাইফেলটা তুলে নিল কাঁধে।

'তুমি এখানেই থাকো', বলল ও। 'গিরগিটি-মানবদের পাহারা দাও। আমি ওদেরকে খুঁজতে গেলাম।'

খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল জর্জ। 'তুমি ওখানে গেলে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

'না', বলল স্যালি। 'ওদের বুকে সাহস আছে। তবে আমি ওদের চেয়েও সাহসী।' স্যালি পা বাড়াল জাহাজের দিকে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সিংহ।

এক গুলিতে ওটাকে ফেলে দিল স্যালি। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আরেকটা সিংহ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ওর দিকে। এটাকেও গুলি করল স্যালি। তারপর একসঙ্গে চারটা সিংহ এল ওকে হামলা করতে। অল্পের জন্য একটা সিংহের কামড় থেকে রক্ষা পেল স্যালি। সব ক'টাকে গুলি করে অচেতন করে ফেলল ও। এ বন্দুকের গুলি অজ্ঞান করে দেয়, প্রাণে মারে না। স্যালি ভেবেছিল সিংহগুলো বন্দুক দেখলে ছুটে পালাবে। ভুল ভেবেছে। আফ্রিকার সিংহ এত ভিতু নয়।

কন্ট্রোলরুম কোথায় জানে না স্যালি। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, সম্ভত ট্রান্সপোর্টার রুম হবে, মানুষের গলার চিৎকার শুনতে পেল। উঁকি দিল স্যালি। অ্যাডাম আর ব্রাইস ঘরের কোণায় সেঁধিয়েছে, এক গিরগিটি-মানব ওদেরকে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। কারণ প্রকাণ্ড আকারের ছয়টা সিংহ এগিয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

একমুহূর্তও নষ্ট করল না স্যালি। জানোয়ারগুলোর দিকে ছুটে যেতে যেতে গুলি চালাল। গুলির শব্দে ওর দিকে ফিরল সিংহের দল। এতগুলো সিংহের সঙ্গে পেরে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। স্যালি বুঝল এখনই ওর জীবন শেষ। এমন সময় ওর পেছনে ঝলসে উঠল নীল আলো। ঘুরল স্যালি। অবাক হয়ে দেখল জর্জ ওর গুলিতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল শেষ সিংহটাও।

'আমি তোমাকে বাইরে থাকতে বলেছিলাম', বলল স্যালি।

'বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব একা তোমাকে নিতে দিতে পারি না', বলল জর্জ। 'এখন জলদি ভাগো।'

ট্রান্সপোর্টার রুম থেকে ওরা বেরুবার জন্য পা বাড়িয়েছে, তিন মূর্তির আবির্ভাব ঘটল প্ল্যাটফর্মে। মি. স্নেকল, সিন্ডি এবং ওয়াচ। ওরা মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা সিংহগুলোকে দেখল অবাক-চোখে।

'তোমরা অনেক মজা করেছ দেখছি', বলল ওয়াচ।

'সিংহগুলো যে-কোনো সময় জ্ঞান ফিরে পাবে', বলল স্যালি। 'জলদি বেরোও!'

স্পেসশিপ থেকে একছুটে বেরিয়ে এল ওরা। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। টগবগে সূর্যের নিচে, উত্তপ্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কুড়িজন গিরগিটি মানব। তাদের মধ্যে মি. স্নেকলও যোগ দিলেন। এদের কারো কারো হাতে অস্ত্র থাকলেও তা ব্যবহার করার প্রতি আগ্রহ দেখা গেল না কারো মধ্যে, তবু মি. স্নেকল ওদেরকে হাত তুলে অস্ত্র ফেলে দিতে বললেন।

'শত্রুর মতো আচরণ করার আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই', বললেন মি. স্নেকল। 'কারণ ওয়াচ একটা বিশেষ পরিকল্পনা করেছে। ওর পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে পারলে আমরা আমাদের জাতিকে

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। ওয়াচ, তুমি তোমার পরিকল্পনার কথা বলো। আমি আমার সঙ্গীদের অনুবাদ করে শোনাই।'

'বলছি', বলল ওয়াচ। তবে পরিকল্পনা খোলাসা করার আগে বন্ধুদেরকে জানাল মি. স্নেকলের গ্রহে কী ঘটেছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনল। এমনকি সর্বদা রাইফেল হাতে প্রস্তুত স্যালিও। তারপর নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ওয়াচ।

'গ্যালাক্সির কোথাও বাস করার মতো পছন্দসই জায়গা খুঁজে পায়নি গিরগিটি-মানবরা', শুরু করল ও। 'এখন না-পেলেও হয়তো দশ বছরের মধ্যে সন্ধান পাবে। ওদেরকে এ সুযোগ না-দেয়াটা অন্যায় হয়ে যায়। কাজেই এ প্রস্তাব দিচ্ছি আমি : স্পুক্সভিলের গোরস্থানে মহাশক্তিশালী একটা ট্রান্সপোর্টার তৈরিতে আমরা ওদেরকে সাহায্য করব। আমাকে বলা হয়েছে এ ট্রান্সপোর্টারে ওদের গ্রহের সমস্ত বাসিন্দার নাকি জায়গা সংকুলান হবে। আর তাদের এখানে আসার জন্য স্পেসশিপেরও প্রয়োজন হবে না। রিসিভার ব্যবহার করেই গ্রহ থেকে সকলকে নিয়ে আসা যাবে।'

'কিন্তু এটা কোনো সমাধান হল না', প্রতিবাদ করল স্যালি। 'পৃথিবীটা এত বড় নয় যে আমরা আর ওরা সবাই এখানে থাকতে পারব।'

'তা হয়তো নয়।' বলল ওয়াচ। 'তবে গিরগিটি-মানবরা এখানে আসার পর ওরা সিক্রেট পাথ ব্যবহার করে সাত কোটি বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারবে। আর ওই সময়টা গিরগিটি-মানবদের বসবাসের উপযুক্ত হবে বলেই আমি মনে করি। এরা উষ্ণ আবহাওয়ায় অভ্যস্ত।'

'কিন্তু ওরা কি ডাইনোসরদের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। বন্ধুর পরিকল্পনা ওর কাছে দুর্দান্ত মনে হয়েছে।

মি. স্নেকল কথা বলে উঠলেন, 'তা পারব, অ্যাডাম। আমরা ধূমকেতুর সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছি। ডাইনোসরের সঙ্গে লড়াই করেও টিকে থাকতে পারব।'

'হয়তো এটাই নিয়তি', বলল ব্রাইস। 'হয়তো গিরগিটি-মানবরাই ডাইনোসরদের ধ্বংস ডেকে আনবে।'

'এক মিনিট', বলল স্যালি। 'আপনারা যদি সাত কোটি বছর আগের দুনিয়ায় ফিরে যান তাহলে আমাদের বিবর্তনের সঙ্গে তো গোল বেধে যাবে।'

'না', বলল ওয়াচ। 'স্থানান্তর শুরু হওয়ার আগে মি. স্নেকল তার লোকদেরকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন তারা দশহাজার বছর পরে আমাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তার মানে তারা আরেকটা পছন্দসই পৃথিবীর সন্ধানের জন্য একশোটি শতকের সময় পাবে। প্রচুর সময়।'

'কিন্তু সাপের প্রতিশ্রুতির কী দাম আছে?' বলল স্যালি।

মি. স্নেকল বললেন, 'আমরা এককথার মানুষ। আমরা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করি। তোমরা তো জানোই আমরা ইচ্ছে করলে এখনও তোমাদের পৃথিবী দখল করে নিতে পারি।'

'আমার লাশের ওপর দিয়ে তাহলে যেতে হবে', থমথমে গলায় বলল স্যালি, আঙুল চলে গেল বন্দুকের ট্রিগারে, হাত তুলল অ্যাডাম, 'স্যালি, শান্ত হও। ওয়াচের পরিকল্পনায় কোনো খুঁত নেই। এ পৃথিবী সবাই মিলে উপভোগ করার অধিকার রাখে। আর তাই হওয়া উচিত।'

'তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বিবর্তন কোনোভাবেই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে', ব্রাইস বলল মি. স্নেকলকে। 'ব্যাপারটা সাংঘাতিক জরুরি। আমাদের পূর্বপুরুষদের সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলেও তা আমাদের বর্তমানে এসে প্রভাব ফেলবে।'

'আমরা কোনোকিছু পরিবর্তন করতে যাব না', প্রতিশ্রুতি দিলেন মি. স্নেকল।

উপসংহার

ট্রান্সপোর্টার তৈরির পর গিরগিটি-মানবদের গোটা জাতিকে মেডেলিন টেম্পলটনের কবর দিয়ে সিক্রেট পাথে পাঠিয়ে দিল ওরা। ওইদিন আর স্কুলে যাওয়া হল না ওদের। গোরস্থান থেকে স্কুলে ফিরছে, রাস্তায় একটা নধরকান্তি ব্যাঙ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যালি।

'বাহ্', ব্যাঙটা হাতে তুলে নিলও। 'কত্ত বড়!'

মুখ হাঁ করল ও। কামড় দেবে।

'থামো।' চেঁচিয়ে উঠল সিন্ডি। 'কী করছ?'

কিন্তু স্যালি ওকে পাত্তা দিল না। ব্যাঙটাকে দু'আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে মুখের সামনে নিয়ে এল। ওর বন্ধুরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভাবছে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি স্যালির। অ্যাডাম দ্রুত এগিয়ে এল। স্যালি ব্যাঙের গায়ে কামড় দেয়ার আগেই খপ করে ধরে ফেলল হাত।

'তোমার হয়েছে কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'তুমিও গিরগিটি-মানব হয়ে গেলে নাকি?'

হি হি হাসিতে ফেটে পড়ল স্যালি। ব্যাঙটাকে ছুড়ে ফেলে দিল।

'আরে নাহ্', বলল ও হাসতে হাসতে। 'তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।'

হেসে উঠল জর্জ। তবে আর কেউ হাসল না। ওরা সবাই স্কুলে যেতে চায়।

অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও স্বাভাবিক ক্লাস করতে চায়।
